মুসলিমদের নিরাপত্তায় ব্রিটিশ সরকারের দেড় হাজার কোটির তহবিল

সারে-জমিন

হাই মাদ্রাসা থেকে চুরি হয়ে গেল সিসি ক্যামেরা

রূপসী বাংলা

বাইডেন বনাম ট্রাম্প: কে কতটা এগিয়ে

সম্পাদকীয়

রেলের জমিতে পাকা বাড়ি, বিতর্কে বিজেপি বিধায়ক

সাধারণ

জাতীয় দল থেকে বাদ পড়লেন মুহাম্মদ সালাহ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১২ মার্চ, ২০২৪
২৮ ফাল্গুন ১৪৩০
১ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 70 ■ Daily APONZONE ■ 12 March 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

রমজান মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছে, দেশজুড়ে রোজা শুরু আজ

আপনজন ডেস্ক: আজ থেকে শুরু হল রোজা। দিল্লির জামে মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ শাবান বুখারি সোমবার রুয়াত হিলাল কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করেন, বিভিন্ন মাধ্যমে রমজানের চাঁদ দেখা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই দিল্লি সহ দেশের সব রাজ্যে মঙ্গলবার অর্থাৎ ১২ মার্চ থেকে রমজান শুরু হবে।
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় ভিউয়িং হালাল কমিটির সকল সদস্য দিল্লির শাহী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জড়ো হন, এরপর চাঁদ দেখার চেষ্টা করা হয়। চাঁদ দেখা না গেলে বিভিন্ন রাজ্যের রুয়াত হালাল কমিটির সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এরপর কোথাও থেকে চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া গেলে সেন্ট্রাল ভিউয়িং হালাল কমিটি এ বিষয়ে সভা করে এবং এরপর সিদ্ধান্ত হয় এবং সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।
দিল্লির পাশাপাশি কলকাতার মসজিদে নাখোদা মারকাজি রুহিয়াত এ হিলাল কমিটির পক্ষে সোমবার সন্ধ্যায় এ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৪৪৫ হিজরির রমজানুল মুবারক মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছে। ইনশাআল্লাহ ১২ মার্চ থেকে রমজানুল মুবারক প্রথম দিন আরম্ভ।
এই ঘোষণার পর মসজিদে মসজিদে তারাবিহর নামাজ অনুষ্ঠিত হয় সোমবার থেকেই।

দেশজুড়ে চালু হয়ে গেল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন

আপনজন ডেস্ক: আইন পাস হওয়ার চার বছর পর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) চালু হয়ে গেল দেশজুড়ে। লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। গত চার বছর নিয়ম করে ওই আইনের নিয়মবিধি তৈরির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সময় বাড়িয়ে আসছিল।
২০১৯ সালে নরেন্দ্র মোদির সরকার এই আইন পাস করেছিল। আইনে বলা হয়, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যেসব হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও পার্সিধর্মীয় সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণে ভারতে চলে এসেছেন, এ আইনে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর লোকসভা ভোটের ঠিক আগে আইনটি সারা দেশে চালু হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করার ফলে মঙ্গলবার থেকেই ওই তিন দেশ থেকে ভারতে আসা বাসিন্দারা নাগরিকত্ব পেতে আবেদন জানাতে পারবেন। আবেদন করতে হবে অনলাইনে।
পশ্চিমবঙ্গে এই আইনের ব্যাপক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও বলেছেন, রাজ্যে কিছুতেই সিএএ চালু হতে দেবেন না তিনি।
প্রথম থেকেই এই আইনের বিরোধিতা হয়ে আসছে প্রবলভাবে। আইনটি পাস হওয়ার সময় দিল্লিতে দীর্ঘদিন অবরোধ চলেছে। দাঙ্গাও হয়েছে। সারা ভারতে প্রতিবাদ হয়েছে। প্রতিরোধও হয়েছে। সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক মানুষ। এবারও বিক্ষোভ-সহিংসতা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সারা দেশের সব জেলার পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক করে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, আগেরবারের মতো জেলায় জেলায় যেন ঝামেলা না হয়।
এই আইনের বিরোধিতাকারীদের অভিযোগ, আইনটি ভারতের সংবিধানের পরিপন্থী। কেননা, এই আইনে ধর্মীয় কারণে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য করা হচ্ছে। বিজেপির বক্তব্য, এই আইনে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে না। যারা ধর্মীয় বৈষম্যের কারণে এ দেশে চলে এসেছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। বিতর্কিত এই আইন ভারতে তো বটেই, বিদেশেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।
সিএএর ঠিক আগে আসামে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) তৈরি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, অবৈধভাবে ঢোকা বিদেশিদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো। কিন্তু রিপোর্ট পেশের পর দেখা যায়, রাজ্যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বেশি। তখন থেকেই আসামে এনআরসির রূপায়ণ বাতিল হয়ে যায়।

সিএএ চালুর ঘোষণার পর অসমজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করল ছাত্র সংগঠন আমসু।

বাংলায় সিএএ চালু করতে দেব না: মমতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, রমজান মাস শুরুর আগে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) চালু হতে পারে। এটা একধরনের প্ররোচনা। ঠিক তার পরেই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ইতিমধ্যেই সোমবার থেকেই বাস্তবায়িত হচ্ছে দেশজুড়ে। কারণ, তা সরকারি গেজেট আকারে ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বাংলায় অনুমোদিত হবে না। এটা মধ্যরাতের স্বাধীনতা নয়। ভোটের আগে বিজেপির এই আইওয়াশ। কেন তারা চার বছর অপেক্ষা করল? নরেন্দ্র মোদী সরকার দেশে সিএএ লাগু করতে পারে বলে গুঞ্জনের মধ্যেই সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্য সচিবালয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা। তিনি বলেন, আমরা এখনো বিজ্ঞপ্তি হাতে পাইনি। তারা যে নিয়ম তৈরি করেছে তা আমি দেখতে চাই। তিনি আরও বলেন, তিনি কোনও বাসিন্দাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দেবেন না। যদি সিএএ, এনআরসি লাগু হয় এবং কারও নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় তবে আমরা চুপ করে থাকব না, আমরা প্রতিবাদ করব। এনআরসি নেই। কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না। কারোর অধিকার হরণ হতে দেব না। আমরা বৈষম্য হতে দেব না। দু'দিনে কাউকে নাগরিকত্ব দেওয়া যাবে না। পুরো আইন দেখার অপেক্ষায় আছি।

মধ্যপ্রদেশের কামাল মাওলা মসজিদে এবার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার নির্দেশ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট সোমবার ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণকে (এএসআই) ধর জেলার ভোজশালা মসজিদ কমপ্লেক্সের একটি 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' ছয় সপ্তাহের মধ্যে করার নির্দেশ দিয়েছে।
এএসআই-সুরক্ষিত একাদশ শতাব্দীর স্মৃতিস্তম্ভ ভোজশালা মসিজদ মুসলিমদের কাছে কামাল মাওলা মসজিদ বলে পরিচিত। হিন্দু পক্ষ বাগদেবীকে (দেবী সরস্বতী) উৎসর্গীকৃত মন্দির হিসাবে বিবেচনা করছে। অন্যদিকে ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল এএসআইয়ের একটি চুক্তি অনুসারে, হিন্দুরা মঙ্গলবার ভোজশালা প্রাঙ্গণে পূজা করেন, এবং মুসলমানরা শুক্রবার কমপ্লেক্সে নমাজ পড়েন।
সোমবার বিচারপতি এস এ ধর্মাধিকারী এবং দেবনারায়ণ মিশ্রের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, কামাল মওলা মসজিদ চত্বরে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করার বিষয়ে এএসআইয়ের সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
এই নির্দেশে ক্ষুব্ধ ধর শহরের প্রধান মৌলবি ওয়াকার সাদিক বলেছেন, তারা (কামাল মাওলা মসজিদ পরিচালনা কমিটি) এই রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাবে।
বেঞ্চ ছয় সপ্তাহের মধ্যে এএসআই-এর পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটিকে দিয়ে সমীক্ষার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছে।
আদালত তার ৩০ পৃষ্ঠার আদেশে বলেছে, এএসআইয়ের মহাপরিচালক/অতিরিক্ত মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এএসআই-এর কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন বরিষ্ঠ কর্মকর্তার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা প্রস্তুত একটি যথাযথ নথিভুক্ত, বিস্তৃত খসড়া প্রতিবেদন এই আদেশের সার্টিফায়েড কপি পাওয়ার তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই আদালতে জমা দিতে হবে।
হিন্দু ফ্রন্ট ফর জাস্টিস (এইচএফজে) নামে একটি সংগঠনের আবেদনের শুনানিতে হাইকোর্ট এই নির্দেশ দেয়।
আবেদনে বলা হয়েছে, ভোজশালা সরস্বতী মন্দির (ভোজশালা মন্দির)-কাম-মাওলানা কামাল মওলা মসজিদের আসল চরিত্র সম্পর্কে "রহস্য ও বিভ্রান্তি" দেখা দেওয়ার সময় পরিদর্শন পর্যায়ে এএসআইয়ের সমীক্ষা করা কর্তব্য, যা পরিদর্শন পর্যায়ে অনেক আগেই করা উচিত ছিল। যা নিয়ে আসল মর্যাদা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়।
এইচএফজে সভাপতি রঞ্জনা অগ্নিহোত্রী এবং অন্যান্যরা কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এই আবেদন করেছিলেন। বেঞ্চ পরে ২৯ শে এপ্রিল পরবর্তী শুনানির জন্য বিষয়টি স্থগিত করেছে।
আবেদনটি মঞ্জুর করে বেঞ্চ এএসআইকে বেশ কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছে, সমীক্ষার জন্য সর্বশেষ পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যবহার করতে বলেছে এবং পুরো প্রক্রিয়াটির জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করতে বলেছে।
বিতর্কিত কামাল মাওলা মসজিদ কমপ্লেক্স গঠনকারী সাইটের জিপিআর-জিপিএস সমীক্ষা সহ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তদন্ত, সমীক্ষা এবং খননকার্য সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। মাটির উপরে এবং নীচে উভয় কাঠামোর বয়স, জীবন নির্ধারণের জন্য কার্বন ডেটিং পদ্ধতি অবলম্বন করে একটি বিশদ বৈজ্ঞানিক তদন্ত পরিচালনা করা হবে। পুরো কমপ্লেক্সের দেয়াল, স্তম্ভ, মেঝে, পৃষ্ঠতল, উপরের শীর্ষ, গর্ভগৃহ গঠন করে মাটির নীচে এবং উপরে উভয় স্থায়ী, চলমান এবং অস্থাবর কাঠামো।
প্রত্নস্থলের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, জরিপ ও খননকার্যের জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষকে প্রতিনিধিত্ব করার পরামর্শ দেয় হাইকোর্ট।
বর্তমান পিটিশনে আবেদনকারী এবং ৮ নং বিবাদীর প্রত্যেকের দুজন (২) জন মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পুরো জরিপ কার্যক্রমের ছবি তোলা এবং ভিডিওগ্রাফ করা হবে। হাইকোর্ট এএসআইকে কমপ্লেক্সের তালাবদ্ধ / সিল করা কক্ষ, হলগুলি খোলার পরে প্রতিটি নিদর্শন, মূর্তি, দেবদেবী বা প্রাঙ্গণে পাওয়া কোনও কাঠামোর একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলেছে।

মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করতেই সিএএ: ওয়াইসি

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরে বিরোধী দলগুলি সরকারের সমালোচনা শুরু করেছে।
নাগরিকত্ব আইনের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করেছেন এমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, সিএএ নিয়ে আমাদের আপত্তি একই রয়ে গেছে। সিএএ বিভক্ত এবং গডসের আদর্শের উপর ভিত্তি করে যা মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করতে চেয়েছে।
তিনি আরও লিখেছেন, যে কোনো 'অত্যাচরিত'কে আশ্রয় দিন কিন্তু নাগরিকত্ব ধর্ম বা জাতীয়তার ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয়। কেন পাঁচ বছর ধরে এই আইনগুলি ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং এখন কেন তা বাস্তবায়ন করছে তা সরকারের ব্যাখ্যা করা উচিত। তিনি বলেনে, সিএএ কেবলমাত্র মুসলমানদের নিশানা করে তৈরি করা, এর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। যে ভারতীয়রা সিএএ, এনপিআর এবং এনআরসির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে তাদের আবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।
কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেছেন, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সংসদে পাস হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের নিয়মগুলিকে অবহিত করতে মোদি সরকারের চার বছর এবং তিন মাস লেগেছে। তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ইচ্ছাকৃতভাবে সময়টি বেছে নেওয়া হয়েছিল। এটা স্পষ্টতই নির্বাচনকে মেরুকরণের জন্য করা হয়েছে, বিশেষ করে আসাম ও বাংলায়। ট্যুইট করে বিজেপিকে নিশানা করলেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। অখিলেশ বলেন, দেশের নাগরিকরা যখন জীবিকার জন্য বাইরে যেতে বাধ্য হয়, তখন অন্যদের জন্য নাগরিকত্ব আইন এনে কী হবে? কেরালার মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন সিএএকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকারী আইন বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এটি কেরালায় প্রয়োগ করা হবে না।

লোকসভার প্রার্থী পরিক্রমা/১

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রার্থী ঘোষণা শুরু করে দিয়েছে পশ্চিমবাংলায়। সেই সব প্রার্থীদের নিয়ে এখন জনমানসে শুরু হয়েছে আলোচনা। তাই রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে মূলত নজরকাড়া প্রার্থীদের পরিচিতি মানুষের কাছে তুলে ধরা শুরু করেছে 'আপনজন'। লিখেছেন এম মেহেদী সানি।

হাজী শেখ নুরুল ইসলাম

দল: তৃণমূল কংগ্রেস
কেন্দ্র: বসিরহাট

প্রার্থী **পরিচয় পরিচিতি:** ১৯৬৪ সালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতের অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়ার বাহেড়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন । শেখ তফসের আলী ও নুরজাহান বিবির ১০ জন সন্তানের মধ্যে হাজী নুরুল একজন । পত্নীর নাম রাসিদা বেগম, শেখ নুরুল ইসলামের ৪ জন পুত্র সন্তান রয়েছে ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: আলিম (মাধ্যমিক সমতুল্য) খোরকি সিনিয়র মাদ্রাসা
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা: ১৯৭৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস দলে ছাত্র অবস্থায় রাজনীতির আঙিনায় হাতে খড়ি । ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন লড়াই আন্দোলনে সাক্ষী হাজী নুরুল । ১৯৯৮ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে, সে বারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, ২০০৩ সালের নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন । ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন । ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হন। রাজনৈতিক জীবনের উত্থানে কখনো পরাজয় বরণ করেননি হাজী নুরুল ইসলাম । এরপর ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল, জঙ্গিপুরের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেন হাজী নুরুল কে, সে বার তিনি পরাজয় বরণ করেন । তারপর ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে পুনরায় জয়লাভ করেন । ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে ফের তাকে মনোনীত করেছেন । এর পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে দু'বার রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান, তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে তিনি তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য চেয়ারম্যান এবং বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পদে বহাল আছেন ।
কি ভাবে ভোট প্রচার: দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী ভোট প্রচার করতে চান হাজী নুরুল, বুধবার সন্দেশখালিতে সভা করে ভোট প্রচার শুরু করবেন তিনি । দৈনিক রুটিনে থাকবে, ডোর-টু-ডোর, জনসংযোগ, পথসভা ।
প্রতিশ্রুতি: হাজী নুরুল ইসলামের কথায়, মানবিক রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বসিরহাটে বিপুল উন্নয়ন হয়েছে তারপরেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হাসপাতাল, পানীয় জল, রাস্তা ঘাট, জল নিকাশি ব্যবস্থা, আলো, এলাকার সৌন্দর্যায়ন, পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নয়ন করার পাশাপাশি, নারী সুরক্ষায় বিশেষ নজর থাকবে বলে জানান ।
জনগণের প্রতি বার্তা: বসিরহাট বাসীর কাছে অসমাপ্ত কাজগুলি পূরণ করার সুযোগ চেয়ে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন হাজী নুরুল । সকলকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান, সে সময় রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উদাহরণ তুলে ধরে মানুষকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকার অনুরোধ করেন ।

প্রথম নজর

প্রার্থী ঘোষণা হতেই তুলি হাতে প্রচারে খলিলুর রহমান

রঙ্গিলা খাতুন ● খড়গ্রাম

আপনজন: খড়গ্রামের ইন্দ্রানীতে তুলি হাতে দেওয়াল লিখলেন খলিলুর রহমান।
গতকালের জনগর্জন সভা থেকে পুনরায় জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে খলিলুর রহমানের নাম ঘোষণা করেছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। নাম ঘোষণা হতেই উন্মাদনা খড়গ্রাম ব্লকের তৃণমূল কর্মীদের।
কোলকাতা থেকে ফিরেই খড়গ্রামে আসেন খলিলুর রহমান। তাকে ফুলের মালা পরিয়ে ও মিস্টি মুখ করিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় খড়গ্রাম ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন খড়গ্রাম ব্লকের দুই সভাপতি হুমায়ুন কবীর ও শাশ্বত মুখার্জী সহ ব্লক স্তরের একাধিক নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিরা । খড়গ্রামে এসেই ইন্দ্রানী অঞ্চলে নিজের হাতে তুলি ধরে দেওয়াল লিখলেন সাংসদ খলিলুর রহমান। পুনরায় প্রার্থী হওয়ার পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই প্রথম প্রতিক্রিয়া জানালেন খলিলুর রহমান।

আল ইখলাস অ্যাকাডেমীতে বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ইচ্ছাখালি আল ইখলাস অ্যাকাডেমীর পুরস্কার বিতরণী ও অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে প্রতি ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম,২য় ও ৩য় কে পুরস্কৃত করা হয়। বেস্ট স্টুডেন্ট ফর গুড ক্যারেক্টার এবং 'বেস্ট স্টুডেন্ট ফর আট্যেনডেন্স' এই দুটি বিভাগ অনুযায়ী প্রতি ক্লাস থেকে স্যার ম্যামদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সভাপতি মো:মুত্তালিব, প্রধান শিক্ষক মো নিজামুদ্দিন, ক্যাসিয়ার মো: কুতুবউদ্দিন,ডা. মাসুদ হাসান প্রমুখ। ৬০০ জনের অধিক গার্জেন উপস্থিত ছিলেন।

ভক্তিপুর হাই মাদ্রাসা থেকে চুরি হয়ে গেল সিসি ক্যামেরা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের পেমা ভক্তিপুর হাই মাদ্রাসা থেকে রবিবার রাতে মাদ্রাসার বাইরে থাকা চারটি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা চুরি গেল।চুরি যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ক্যামেরায় দুই চোরের ছবি ধরা পড়েছে। এ ব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পেমা ভক্তিপুর এলাকায়।হাই মাদ্রাসা সূত্রে জানা যায়,গত ফেব্রুয়ারি মাসেও এই মাদ্রাসা থেকে আরও দুটি সিসি ক্যামেরা চুরি গিয়েছিল।লকডাউন এর সময় বিদ্যালয় বন্ধ থাকা অবস্থাতেও বেশ কয়েকবার চুরি হয়েছে।বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি এই ঘটনার পিছনে এলাকার একটি দুষ্কৃতী দলের হাত রয়েছে।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুদীপ সিংহ রায় বলেন,'এর আগেও এই মাদ্রাসায় একাধিক সিসি ক্যামেরা চুরি হয়েছে।রবিবার বিদ্যালয় বন্ধ থাকার সুযোগে বিদ্যালয়ের বাইরের গেটের দিকে চারটি সিসি ক্যামেরা চোর খুলে নিয়ে গেছে।ক্যামেরার কেবল গুলো এমন ভাবে কেটে দেওয়া হয়েছে যেটা আর ব্যবহার করা যাবে না।আমাদের মাদ্রাসায় রাত প্রহরীর ব্যবস্থা নেই বলেই আমরা গোটা মাদ্রাসা জুড়ে সিসি ক্যামেরা লাগিয়েছি।কিন্তু এলাকার একটি বিশেষ দুষ্কৃতী দল দিনের পর দিন এই কাজ করে যাচ্ছে।আমরা এর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।আশা করছি পুলিশ প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

প্রার্থী হাজী নুরুলকে শিক্ষক নেতার শুভেচ্ছা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: রবিবাসরীয় জনগর্জনের ভরা ব্রিগেড থেকে আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি আসনের জন্য দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের অন্যান্য জেলার আসনের মতো উত্তর ২৪ পরগনার পাঁচটি আসনেও প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হয়েছে।এই পাঁচটি আসনের মধ্যে দুটিতে পুরনোদের রেখে বাকি তিনটি আসনে নতুন মুখ নিয়ে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস।
পুরনোদের মধ্যে আছেন দমদম কেন্দ্রে সৌগত রায় এবং বারাসাত কেন্দ্রে ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বনগাঁয় প্রার্থী হয়েছেন বিশ্বজিৎ দাস,বারাকপুরে প্রার্থী হয়েছেন পার্থ ভৌমিক এবং বসিরহাটে প্রার্থী হয়েছেন হাজী সেখ নুরুল ইসলাম। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হাজী সেখ নুরুল ইসলামকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানোর জন্য উপস্থিত হন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। উল্লেখ্য, বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকেই ২০০৯ সালে প্রথমবার সাংসদ হয়েছিলেন হাজী সেখ নুরুল ইসলাম।তারপর আর তাঁকে দল টিকিট দেয়নি। বর্তমানে তিনি হাড়োয়া বিধানসভার বিধায়ক। হাজী নুরুলকে শুভেচ্ছা জানানোর পর ফারহাদ বলেন, বিপুল ভোটে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হবেন হাজী সেখ নুরুল ইসলাম।

বনগাঁয় শংকর আঢ্য ও গোপাল শেঠের বাড়িতে সিবিআই দল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: সিবিআই এর ওপরে হামলার ঘটনায় ও রেশন দুর্নীতি মামলায় সিবিআই হেফাজতে থাকা বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা শংকর আঢ্যর বাড়িতে সোমবার সকাল ১০ টা নাগাদ সিবিআইয়ের একটি প্রতিনিধি দল হাজির হন। তাদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক দল।সিবিআইয়ের ওপর হামলার ঘটনার দিন ঠিক কি হয়েছিল সেটা খতিয়ে দেখতে থ্রি ডি ক্যামেরা দিয়ে শঙ্করের বাড়ির ছবি তোলা হয়। এছাড়াও সিএফএসএল আধিকারিকরা আরো বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি এদিন বনগাঁ পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা গোপাল শেঠের বাড়িতেও হাজির হন সিবিআই-এর দুই প্রতিনিধি। তারা দীর্ঘক্ষণ গোপাল শেঠের সঙ্গে কথা বলেন শংকর আঢ্যর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে।সন্দেশখালিকান্ড নিয়ে সিবিআই সোমবার তলব করে প্রধান সহ তিনকে।
৫ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের ৮ প্রতিনিধি দল সরবেড়িয়া আকুঞ্জিপাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যান।রেশন দুর্নীতি কান্ডে তদন্ত করতে গিয়ে বাড়িতে ঢুকতে না পেরে কিছু সময় অপেক্ষা করার পর শেখ শাহাজানের বাড়ির মূল গেটের তালা ভাঙতে গেলে জনরোষের শিকার হন ইডি আধিকারিকরা। ভাঙচুর করা হয় একাধিক গাড়িতে । নষ্ট করা হয় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। সেই ব্যাপারে নেজ্যাট থানায় পক্ষ উভয়পক্ষের অভিযোগ হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শেখ শাহাজানকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশ তারপর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তের ভার পায় সিবিআই তারপর কেটে গেল ১০ দিন সেই ঘটনায় সময়ের ভিডিও ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করা হয় সরবেড়িয়া আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়াউদ্দিন মোল্লা সহ তিনজনকে।তাদের সোমবার সিবিআই তলব করে।বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান তথা তৃণমূল নেতা শঙ্ক র আঢ্যর বাড়িতে সোমবার সাত সকালে সিবিআই-এর হানা। বনগাঁর শিমুলতলা অঞ্চলে তার বসত ভিটেতে এদিন সিবিআই-এর একটি বিশাল দল হাজির হন। সিবিআই দলের সঙ্গে ছিলেন ফরেন্সিক (সিএফএসএল) দলের ৪ সদস্য।সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিক ও সিআরপিএফ জওয়ানদের মারধরের মামলায় সরবেরিয়া আগরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়াউদ্দিন মোল্লা সহ মোট ১০ জনকে তলব করে সিবিআই । তার মধ্যে সরবেরিয়া আগরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়াউদ্দিন মোল্লা সহ মোট ৬ জন নিজাম প্যালেস সিবিআই দফতরে এসে পৌঁছন। জিয়াউদ্দিন মোল্লা তার আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। সিবিআই ডেকেছে, সহযোগিতা করব, আইনের ওপরেও আমার আস্থা আছে । কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাছে সোমবার সকালে হাজির হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতেই এই মন্তব্যজিয়াউদ্দিন মোল্লার।
এদিকে,সাড়ে তিন ঘণ্টা তদন্ত করবার পর বনগাঁ থেকে বেরিয়ে গেলেন ইডি আধিকারিকরা। তবে শঙ্করের বাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে বেশ কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা। সেটির তার খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই বিষয়ে পৌরসভা কে নোটিশ দিয়ে জানতে চান সিবিআই আধিকারিকরা।

বর্ধমানে মাদ্রাসা ফোরাম শিক্ষক সমিতির সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরামের বর্ধমান জেলা শাখার প্রথম শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল রবিবার বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবে। কনভেনশনে মূল বিষয় ছিল 'জাতির ভবিষৎ পন্থা নির্ণয়ে ও সম্প্রীতি, সংহতি রক্ষায় শিক্ষক সমাজের ভূমিকা। "ধর্ম যার যার, দেশ সবার" বার্তাই উঠে আসে কনভেনশনে। সম্প্রীতির বাংলায় শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত সকলের জন্য। অনুঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশনের রাজ্য সভাপতি ইসরারুল হক মন্ডল, রাজ্য সম্পাদক মীর রবিউল ইসলাম, কোষাধক্ষ কাইসার রশিদ। অবসরপ্রাপ্ত সংসদ ও অধ্যাপক সাইদুল হক তাঁর বক্তব্যে মাদ্রাসা সার্ভিসে কমিশন ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা টিকে থাকায় ফোরামের ভূমিকা উল্লেখ করেন। জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসায় পি পি ও তৈরির ক্ষেত্রে এবং আইসিটিদের বকেয়া বেতন মেটানো ও স্থায়ীকরণের দাবি তোলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি নাজিবুর রহমান। ইসরারুল হক মাদ্রাসায় পিতৃত্বকালীন ছুটি অবিলম্বে জারি করার দাবি তোলেন। এদিন প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ভোটের সময় সিএএ নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে: অধীর চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের সময় মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে। এতে তো আসমান ভেঙ্গে পরবে না। আসমান ভেঙে চাঁদ নেমে আসবে না। সোমবার সন্ধ্যায় গোটা দেশের সিএএ লাগু হওয়ার পর এভাবেই নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যারা বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে এসেছেন তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য এই এই নিয়ম চালু হল। অথচ তারপরে যারা এতদিন ধরে এসেছেন তাদের নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। অধীর চৌধুরীর পাল্টা প্রশ্ন পাঁচ বছর আগে আইনটি তৈরি হয়েছে, এতদিন তা চালু হয়নি কেন? নির্বাচন এলেই নানা ধরনের ঘুঘু ধরার ফাঁদ তৈরি করা হয়।
অধীরের প্রশ্ন কালো টাকা উদ্ধার করে সবার একাউন্টে ১৪ লক্ষ করে টাকা পাঠানো হবে তা কি পাঠানো হয়েছে? কালো টাকার সব বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলা হয়েছিল, তা কি হয়েছে? দেশে বেকারদের চাকরি হয়ে গিয়েছে বলা হয়েছিল তা কি হয়েছে? আসলে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করে নির্বাচনের সময় কিছু গিমিক সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে দাবি করেন অধীর বাবু। পাঁচ বছর এই নাগরিক আইন ঘুমোচ্ছিল। ২০২১ সালে নির্বাচনের আগে একবার জেগে উঠেছিল। আবার নির্বাচন দোরগোড়ায় এই নাগরিক আইন জেগে উঠেছে।
অথচ আইনে বলা হয়েছে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় অত্যাচারে এদেশে এসেছেন তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। কোন দেশ আছে যারা সেই সার্টিফিকেট লিখে দেবে যে যারা তাদের দেশ ছেড়ে গেছিলেন তারা ধর্মীয় অত্যাচারে গিয়েছিল। অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটাই একটা ভুয়া ব্যাপার। ভোটের সময় সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি তৈরি করার লক্ষ্য। এমন ভাবেই সিএএ লাগু প্রসঙ্গে বহরমপুরে মন্তব্য করেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

দেওয়াল লিখন শুরু নানুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ব্রিগেডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা নির্বাচনের ৪২ জন প্রার্থী নাম ঘোষণা করেছেন। তার মধ্যে বীরভূম ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতেই শুরু হয়ে গেছে দেওয়ার লিখন। অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতে নানুরে বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ লোকসভার প্রার্থী অসিত মালের হয়ে প্রচার ও দেওয়াল লিখন শুরু করে দিলেন। কাজল শেখ জানান এবারে তৃণমূলের প্রার্থী অসিত মাল বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সদ্যোজাত এক শিশুর ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গ্রামীণ এলাকার মধ্যে সদ্যোজাত এক শিশুর ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার। সোমবার সকাল সকাল ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার উমরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহাগোলপুর এলাকায়। কে বা কারা রাতের অন্ধকারে ওই সদ্যোজাত শিশুর দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। সোমবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই কার্যত রীতিমতো শোরগোল সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। ক্ষত বিক্ষত দেহ দেখতে পাওয়ার পরেই খবর দেওয়া হয় সুতি থানার পুলিশকে।

দেওয়াল লেখার কাজ শুরু মথুরাপুরে

আসিফা লস্কর ● মথুরাপুর

আপনজন: ২০২৪ সালে লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন বাপি হালদার। বাপি হালদারের নাম ঘোষণা হতে রবিবার বিকাল থেকে মথুরাপুর এলাকায় বাপি হালদারের সমর্থনে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা দেওয়াল লেখা শুরু করে।
২০১৯ সালে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জয়লাভ করেন চৌধুরী মোহন জাতুয়া। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করার পর থেকে সাংসদ চৌধুরী মোহন জাতুয়াকে এলাকায় ঠিক মতো না পেয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এবারে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে ৪২ টি আসনের বেশকিছু আসনে নতুন মুখ আসেন তৃণমূল কংগ্রেস সেই নতুন মুখের মধ্যে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপি হালদার। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্য দপ্তরের কর্মধ্যক্ষ। দেওয়াল লেখার পর সাদেক আলি খাঁন এক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী জানান, সারা বছর মানুষের পাশে থাকেন বাপি হালদার।

মাদ্রাসা পড়ুয়াদের নিয়ে বাল্যবিবাহ ও নেশা দ্রব্য সচেতনতা কর্মশালা

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: নেতরা মডেল হাই মাদ্রাসায় জেলা স্বাস্থ্য ও ব্লক স্বাস্থ্য প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় সকল পড়ুয়াদের নিয়ে বাল্যবিবাহ ও তামাকজাত দ্রব্য সহ আরো অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে এর শুভ উদ্বোধন করেন সমষ্টি আধিকারিক এছাড়াও উপস্তিত ছিলেন বিডিও এস কে দিন ইসলাম, বি এম ও এইচ ডা: নভেল হালদার, সনান্দিতা পুরকাইত,পিন্টু ভট্টাচার্য, নেতরা মডেল হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হায়দার আলী বৈদ্য।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক দেবব্রত মণ্ডল ও সার্ভিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডা:আকবর হোসেন মণ্ডল মেডিক্যাল অফিসার পঞ্চগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতাল। সূত্রে জানা যায় ২০১৩ সালে নেতরা মডেল হাই মাদ্রাসায় ওয়াই,আই,এফ,এস-এর ট্যাবলেট খাওয়ানো কে নিয়ে কিছু সমস্যা ঘটেছিলো, তারপর থেকে ঐ মাদ্রাসায় স্বাস্থ্যসম্পর্কিত কোনো কর্মসূচী WIFS ইত্যাদি (হেলথ চেক আপ ছাড়া)যথাযথ ভাবে কিছুই করা যায় নাই। মাদ্রাসার টিচার ইনচার্জ ও ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারির অনুমতি নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের নির্দেশে ও ব্লক স্বাস্থ্য প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ১১ ই মার্চ অর্থাৎ আজ দুপুর থেকে ১. রক্তল্পতা ও WIFS এর গুরুত্ব, ২,নাবালিকা বিবাহ ও বাল্যবিবাহ এর কুফল ৩.ন্যাশনাল টোবাকো কন্টোল (তামাকজাত পদার্থের কুফল) ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পোস্টার লিখন প্রতিযোগিতা,কুইজ ইত্যাদি ও বিশেষ আলাপ আলোচনা সেমিনার আয়োজন করা হয়। জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনএর নির্দেশে ও ব্লক স্বাস্থ্য প্রশাসন এর ব্যবস্থাপনায় এই সচেতন মূলক অনুষ্ঠানটি হয়। প্রধান শিক্ষক হায়দার আলী সকল ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেন আগামী অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা প্রতিরোধে আয়রন ট্যাবলেট সকল অভিভাবক দের সম্মতিতে সরকারি নিয়ম অনুসারে খাওয়া নো হবে। বিডিও এস কে দিন ইসলাম তিনি সকল পড়ুয়াদের তামাকজাত পদার্থের কুফল,বাল্যবিবাহ এর কুফল সম্পর্কে বলেন। এই অনুষ্ঠানটি সাফল্য কামনা করে মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ এবং সি এম ও এইচ শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন।

পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি ফেরাতে মরিয়া ঐক্যমঞ্চ

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার তিনজন পরিযায়ী শ্রমিক এজেন্ট মারফত কাজের জন্য মালয়েশিয়া গেছিলেন। তাদের নাম সাইফুদ্দিন শেখ, শহিদুল শেখ ও রায়হান শেখ। সাইফুদ্দিন শেখ ও শহিদুল শেখ এর বাড়ি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার লাভপুর থানার গঙ্গারামপুর গ্রামে । এছাড়া রায়হান শেখের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায় । এজেন্ট তাদের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে তাদের পাসপোর্ট ও ভিসা বানিয়ে দেয়। প্রথমে তাদের মুম্বাই থেকে ব্যাংককে নিয়ে গেছিলেন। ব্যাংককে তিন দিন থাকার পর চোরা পথে তাদেরকে মালোশিয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বর্তমানে এই তিনজন ছেলেকে যে এজেন্ট নিয়ে গেছিল তার কোন খোঁজ খবর নেই। এই তিনজন ছেলে বাড়ি ফিরে আসতে পারছেনা। সামিরুল ইসলামের বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের সদস্য দের পক্ষ থেকে যে পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্যমঞ্চ তৈরি হয়েছে সেই ঐক্য মঞ্চের কর্মীদের কে জানানো হয় বিষয়টি ।জানতে পেরে সংগঠনের সহযোদ্ধারা তাদের বাড়িতে গিয়ে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে। আজকে মালোশিয়া নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার অফিস থেকে মেইল মারফত জানিয়ে আমাকে জানিয়ে দিল ছেলেগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং তাদের খুব শীঘ্রই দেশে ফিরে আসতে সহযোগিতা করা হবে।
পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের সদস্যরা বলেন সকলের কাছে করজোরে অনুরোধ আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন। সারা বাংলা জুড়ে যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে কাজে গেছে তারা যোগাযোগ রাখুন আমাদের সঙ্গে আমরা এই মানুষগুলোর জন্য কিছু একটা করতে চাই ।

স্বাস্থ্য পরিষেবা বৃদ্ধির দাবিতে সরব কেপিপি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার মুদিপুকুর হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সহ একগুচ্ছ দাবিতে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কে স্মারকলিপি দিল কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড)।
সোমবার দুপুরে মুদিপুকুর বাস স্ট্যান্ড থেকে মিছিল করে হাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দফতরে হাজির হন কামতাপুর পিপলস পার্টি র দলীয় নেতা কর্মীরা। ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিক ডা: শুভ্রদীপ মন্ডল এর হাতে এক গুচ্ছ দাবি দাওয়া নিয়ে একটি স্মারক লিপি তুলে দেন কামতাপুর পিপলস পার্টি র কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মণ। তিনি বলেন,
দীর্ঘ দিন ধরে মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতাল একাধিক সমস্যায় জর্জরিত রয়েছে। যেমন পর্যাপ্ত ডাক্তারের অভাব। ঔষধের অভাব।পাশাপাশি হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয়দের কোনো বিশ্রামাগার নেই কোনও পানীয় জলের সুব্যবস্থা। যার জেরে দূর দূরান্ত থেকে হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয় পরিজনরা চরম সমস্যায় পরেন। চিকিৎসকদের আবাসন গুলি ও জরাজীর্ণ দশায় পরিণত হয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে ডাক্তার দের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ রাখাও দাবি তুলে হাসপতালে আসা রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবার দিকে বিশেষ জোর দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। দ্রুত সকল সমস্যার সমাধান না হলে আগামীতে আরও বৃহত্বর আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছেন কামতাপুর পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মন বাবু।
তিনি এও বলেন এদিনের ডেপুটেশন দাবি গুলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের মাধ্যমে জেলা শাসক ও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কে জানানো হলো।

শ্রমিকের মৃত্যু, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিক্ষোভ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে আবারও এক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে। আজ বেলা সাড়ে বারোটার সময় গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের CHP সাইটের কেসার হাউসে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। সেখানে কর্মরত এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। মৃত শ্রমিকের নাম তাপস রায়, বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। এই ঘটনার পর শোকের ছায়া নেমে আসে শ্রমিকদের মধ্যে। পাশাপাশি শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মৃত শ্রমিকের সহকর্মীদের দাবি বারংবার এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঠিকাদার সংস্থা পরিবর্তন হলেও বন্ধ হয় না নিত্য দুর্ঘটনার। ঠিকা সংস্থা এবং ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়টি বারংবার জানিয়েও লাভের লাভ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। শ্রমিক নিরাপত্তার অভাবেই বারংবার ঘটছে এই দুর্ঘটনা।

প্রথম নজর

পাসপোর্ট ছাড়াই যাওয়া যাবে সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: পাসপোর্ট ছাড়াই ভ্রমণের দ্বার খুলতে চলেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব। মূলত দেশটি এমন এক ধরনের ডিজিটাল নথি তৈরি করেছে যা যাত্রীদের পাসপোর্ট ছাড়াই দেশটিতে যাওয়ার সুযোগ দেবে। সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম অ্যারাবিয়ান বিজনেস।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরব এমন এক ধরনের ডিজিটাল নথি তৈরি করেছে যার মাধ্যমে যাত্রীরা পাসপোর্ট ছাড়াই দেশে আসতে পারবে। রিয়াদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন এবং এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত এলইএপি ২০২৪ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্যাভিলিয়নে দর্শনার্থীদের জন্য ডিজিটাল এই নথি প্রদর্শন করে সৌদির জেনারেল ডিরেক্টরেট অব পাসপোর্টস।
এই ডিজিটাল ডকুমেন্ট সার্ভিসটি সৌদি আরবের নাগরিক, বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীসহ সুবিধাভোগীদের দেওয়া ডিজিটাল এবং প্রযুক্তিগত সমাধানগুলোর একটি। এর আওতায় থাকা ব্যক্তিরা সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ নানা পরিষেবা পাবেন।
মূলত পরিষেবাটির লক্ষ্য হলো একটি একক বা ইউনিফাইড নম্বর দেওয়ার মাধ্যমে দর্শনার্থীদের সৌদি আরবে আগমন প্রক্রিয়া আরও সহজ করা। দর্শনার্থী বা ভ্রমণকারীরা দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'অ্যাবশার' ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম থেকে তারা নিজেদের ডিজিটাল পরিচয় বা ইউনিফাইড নম্বর বের করার সুযোগ পাবেন।
এই ডিজিটাল পরিচয় দর্শনার্থী বা ভ্রমণকারীদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সৌদির মধ্যে তাদের সমস্ত গতিবিধিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। আর এতে করে কোনও পাসপোর্ট থাকার প্রয়োজনীয়তা দূর হবে।
বিশ্বের সর্বাধিক অংশগ্রহণকারী প্রযুক্তি সম্মেলন এলইএপি ২০২৪ সম্মেলনে সৌদি অররবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অংশ নিয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী ডিজিটাল সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) গুরুত্ব তুলে ধরে।

সারা বিশ্বের মুসলিমদের রমজানের শুভেচ্ছা জানালেন বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বিশ্বের সব মুসলমানদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একইসঙ্গে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মার্কিন ফার্স্ট লেডি এবং বাইডেনের স্ত্রী জিল বাইডেনও। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, পবিত্র এই মাসটি প্রতিফলন এবং নিজেকে ফিরে পাওয়ার একটি সময়। এই বছর এই মাসটি অপরিসীম বেদনার একটি মুহূর্তে আমাদের সামনে এসেছে। গাজার যুদ্ধ ফিলিস্তিনি জনগণকে ভয়ানক দুর্ভোর্গের মধ্যে ফেলেছে। হাজার হাজার শিশুসহ ৩০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক। কেউ কেউ আমেরিকান মুসলমানদের পরিবারের সদস্য, যারা আজ তাদের হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে নিয়ে গভীরভাবে শোকাহত।
মার্কিন এই প্রেসিডেন্ট বলেছেন, যুদ্ধের কারণে প্রায় ২০ লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন; অনেকেরই খাদ্য, পানি, ওষুধ এবং আশ্রয়ের জরুরি প্রয়োজন। মুসলমানরা রোজার মাসজুড়ে ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্ভোগের কথা স্মরণে রাখবে। একইভাবে এটা আমারো মনে পড়বে।
যুক্তরাষ্ট্র গাজায় আটক বন্দিদের মুক্তির জন্য সম্ভাব্য একটি চুক্তির অংশ হিসাবে কমপক্ষে ছয় সপ্তাহের জন্য অবিলম্বে এবং টেকসই যুদ্ধবিরতি কার্যকরের জন্য অবিরাম কাজ চালিয়ে যাবে বলেও জো বাইডেন রোববার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, গাজায় আরো জীবন রক্ষাকারী সহায়তা পাঠানোর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র বন্দিদের মুক্তির উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য একটি চুক্তির অংশ হিসাবে কমপক্ষে ছয় সপ্তাহের জন্য টেকসই যুদ্ধবিরতি কার্যকরের জন্য অবিরাম কাজ চালিয়ে যাবে। এরপর আমরা দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা এবং শান্তিময় ভবিষ্যতের নির্মাণে এগিয়ে যাবো।

মুসলিমদের নিরাপত্তায় ব্রিটিশ সরকারের দেড় হাজার কোটির তহবিল

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে মসজিদসহ মুসলিম স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তা বাড়াতে আগামী চার বছরের জন্য ১১৭ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকার। ভারতীয় টাকায় এই অর্থের পরিমাণ ১ হাজার ৬৪৯ কোটি টাকার বেশি। মসজিদ ছাড়া অন্য স্থাপনাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয় ও কমিউনিটি সেন্টার।
গত অক্টোবরে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েল ও হামাস যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাজ্যে মুসলিমবিরোধী বিদ্বেষমূলক ঘটনা বেড়েছে। এর মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এই নিরাপত্তা তহবিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
রোববার (১০ মার্চ) এক বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি বলেছেন, 'আমাদের সমাজে মুসলিমবিরোধী ঘৃণার কোনো ধরনের স্থান নেই। ব্রিটিশ মুসলিমদের প্রতি নিপীড়নকে ন্যায্যতা দেয়ার অজুহাত হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাপ্রবাহকে অপব্যবহারে কাউকে সুযোগ নিতে দেব না।' মুসলিমদের নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা স্থাপন ও সংকেত পাঠানোর মতো ব্যবস্থা। এ ছাড়া স্থাপনাগুলোতে নিরাপত্তা বেষ্টনি দেয়া হবে। এদিকে ক্রমবর্ধমান চরমপন্থী হুমকি মোকাবিলায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা নিশ্চিতে আরো প্রায় ৪৩৭ কোটি টাকার তহবিল সরবরাহ করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অপরাধের ওপর নজর রাখে 'টেল মামা' নামের একটি সংগঠন। সংগঠনটি বলেছে, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের মারাত্মক হামলার পর থেকে চার মাসে ২ হাজার ১০টি বিদ্বেষমূলক ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। চার মাসের হিসাবে এটি সবচেয়ে বেশিসংখ্যক নথিভুক্ত ঘটনা। ২০২২-২৩ সালের একই সময়ে এ ধরনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল ৬০০টি। সে তুলনায় এ ধরনের ঘটনা ৩৩৫ শতাংশ বেড়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে ছিল নিপীড়নমূলক আচরণ, হুমকি, হামলা, ভাঙচুর, বৈষম্য, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং মুসলিমবিরোধী লেখালেখি। সংগঠনটির তথ্য অনুযায়ী, মুসলিমবিরোধী এসব ঘটনার ১ হাজার ১০৯টি ঘটেছে অনলাইনে। আর ৬৫ শতাংশ ক্ষেত্রে নারীদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

গাজাকে সামরিক রোবটের পরীক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হামাসের সঙ্গে চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিভিন্ন নতুন ও নিষিদ্ধ অস্ত্রের পরীক্ষা চালানোর পর এবার সামরিক রোবটের পরীক্ষা চালাচ্ছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের পরীক্ষিত রোবটগুলির মধ্যে একটি হল যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ভিশন ৬০ রোবোটিক কুকুর।
সম্প্রতি ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজ জানিয়েছে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) নিজেদের সামরিক প্রযুক্তি বাড়ানোর জন্য গাজায় সক্রিয়ভাবে রোবট ব্যবহার করছে।
এদিকে রুশ সংবাদমাধ্যম আরটি জানিয়েছে, ফিলিস্তিনি ছিটমহল গাজায় সামরিক অভিযান চালানোর সময় ইসরায়েলি দখলদার সেনাবাহিনী ভিশন ৬০ রোবট কুকুর ছাড়াও রুস্টার মিনি-রোবট এবং মনুষ্যবিহীন ডি৯ বুলডোজারের পরীক্ষাও চালিয়েছে। আরটি আরো জানায়, এটি প্রথমবার নয় যে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী তাদের অভিযানে রোবট ব্যবহার করেছে, তবে গাজা তাদের রাস্তার যুদ্ধ এবং টানেল পুনরুদ্ধার অভিযানকে নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা দিয়েছে।
রোবট দ্বারা সঞ্চালিত রুটিন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ভবন এবং টানেলের নজরদারি, সেইসাথে ইসরায়েলি বাহিনীর আগমনের আগে ভূখণ্ড পরিদর্শন ইত্যাদি। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী আগে যুদ্ধ বা সামরিক অভিযানে সংযুক্ত ক্যামেরাসহ কুকুর ব্যবহার করত। তবে, সংঘর্ষে এরইমধ্যে অনেক প্রাণী আহত হয়েছে।
প্রকৃত কুকুর ব্যবহারের চেয়ে রোবট কুকুর ব্যবহারের বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে, কারণ তাদের আশেপাশের পরিস্থিতি রেকর্ড করার জন্য একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থা দেওয়া আছে। তবে এই প্রযুক্তির অসুবিধাও রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো, এর উচ্চমূল্য, ৫০ কেজির বেশি ওজন, অপারেশন সময় মাত্র ৩ ঘন্টা এবং সর্বোচ্চ দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার ক্ষমতা ১০ কিলোমিটার। মার্কিন প্রতিষ্ঠান গোস্ট রোবোটিক্সের তৈরি করা একটি ভিশন ৬০ রোবট কুকুরের দাম প্রায় এক লাখ ৬৫ হাজার ডলার।

আল-আকসা থেকে পিটিয়ে বের করে দেওয়া হল মুসল্লিদের

আপনজন ডেস্ক: ইসলামের 'দ্বিতীয় কেবলা' পবিত্র আল আকসা মসজিদে প্রথম তারাবি আদায় করার জন্য জড়ো হন হাজার হাজার মুসল্লি। তবে বয়স্কদের ঢুকতে দিলেও যুবক এবং তরুণদের ইসরায়েলি বাহিনীর বাধার মুখে পড়তে হয়।
কোনোভাবেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। শুধু বাধাই নয়, রীতিমতো পেটানো হয় তাদের।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়ার জন্য গেট দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছেন যুবকরা। তবে তাদের কোনোভাবেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। পরে তাদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয়। চালানো হয় হামলা।
এ সময় সশস্ত্র বাহিনীটির সঙ্গে সংঘাতেও জড়ান কেউ কেউ।
আরেকটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে মূল গেটের বাইরের অংশে নামাজ পড়ছেন অনেকে।
বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে, আগ থেকেই নামাজ পড়তে আসা মুসল্লিদের বেশকিছু শর্ত দিয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে বিপত্তিটা বাধে তা হলো- ৪০ বছরের নিচে কেউ আল-আকসা চত্বরে ঢুকতে পারবে না। অনেকে ধারণা করছেন, আল-আকসা মসজিদ ঘিরে ইসরায়েলি বাহিনী যে খবরদারি করছে তার বিরুদ্ধে যেন কোনো প্রতিবাদ না হয়। আর তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সাধারণত তরুণ-যুবকরা। তাদের ঠেকাতেই অদ্ভুত শর্ত জুড়ে দিয়েছে নেতানিয়াহু বাহিনী।
পবিত্র রমজান মাস আসলেই আল-আকসায় মুসল্লিদের ওপর ইসরায়েলি নির্যাতন-নিপীড়ন নেমে আসে। এবার গাজা যুদ্ধের কারণে শঙ্কাটা আরও বেশি ছিল। কারণ আগ থেকেই গোটা চত্বর এলাকায় মোতায়েন ছিল ইসরায়েলি বাহিনী। প্রথম তারাবিতে পরিস্থিতি কি হয় তা নিয়ে শঙ্কা ছিল সবার।
সব শঙ্কা আর ভয়ভীতি উড়িয়ে ইসলামের তৃতীয় পবিত্র স্থানে জড়ো হন শত শত মুসল্লি। আদায় করেন তারাবির নামাজ। প্রথম রমজানের তারাবি আদায়ের জন্য এদিন হাজির হয়েছিলেন নারীরাও।
এই নামাজ ঘিরে যেন কোনো ধরনের সংঘাত-সহিংসতার মতো পরিস্থিতি তৈরি না হয় এ জন্য আগেভাগেই সেখানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিল ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। মসজিদ চত্বরে প্রবেশের সময় মুসল্লিদের পড়তে হয় তল্লাশির মুখে।
জেরুজালেমের পবিত্র আল-আকসা মসজিদকে বিবেচনা করা হয় ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান হিসেবে। মক্কা ও মদিনার মসজিদের মতো প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার মুসলমান এই মসজিদ প্রাঙ্গণে আসেন।

তানজানিয়ায় সামুদ্রিক কচ্ছপ খেয়ে ৮ শিশুসহ ৯ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ তানজানিয়ায় সামুদ্রিক কচ্ছপের মাংস খেয়ে ৮ শিশু ও এক নারীসহ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৭৮ জন। স্থানীয় সময় গত শনিবার দেশটির জাঞ্জিবার দ্বীপপুঞ্জের পেম্বা দ্বীপে এ ঘটনা ঘটেছে। সামুদ্রিক কচ্ছপের মাংসকে জাঞ্জিবারে একটি উপাদেয় খাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এটি ক্রমাগত খাওয়ার ফলে 'চেলোনিটক্সিজম' এক ধরনের বিষক্রিয়া তৈরি করে। চিকিৎসকেরা বলছে, ওই বিষক্রিয়া থেকেই তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে। মকোয়ানি জেলা মেডিকেল অফিসার ডা. হাজি বাকারি জানান, ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, নিহতরা সবাই সামুদ্রিক কচ্ছপের মাংস খেয়েছিলেন।
তিনি জানান, মৃতদের মধ্যে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ছিলেন যিনি একজন শিশুর মা। তিনি গত শুক্রবার মারা গেছেন। তবে তার আগে গত মঙ্গলবার তিনি কচ্ছপের মাংস খেয়েছিলেন। তানজানিয়ার আধা-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল জাঞ্জিবার। জাঞ্জিবারের কর্তৃপক্ষ, এলাকাটিতে সচেতনতা বাড়াতে একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল পাঠিয়েছে এবং দ্বীপের মানুষকে সামুদ্রিক কচ্ছপ খাওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় 'জঘন্য অপরাধ' বন্ধের আহ্বান সৌদি বাদশাহর

আপনজন ডেস্ক: সৌদি বাদশাহ সালমান গাজায় সংঘটিত জঘন্য অপরাধের অবসান ঘটাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রমজান উপলক্ষে দেওয়া এক বার্তায় বাদশাহ সালমান রোববার এ আহ্বান জানান।
ইসলামের দুটি পবিত্র স্থানের রক্ষক হিসেবে কথা বলতে গিয়ে সালমান সৌদি আরবের ওপর অর্পিত আশির্বাদের জন্যে ধন্যবাদ জানান। একইসঙ্গে তিনি গাজায় চলমান যুদ্ধ পবিত্র রমজান মাসের উপবাস ও প্রার্থনার ওপর কালো ছায়া ফেলবে বলেও উল্লেখ করেন।
তিনি আরো বলেন, চলতি বছর আমরা রমজান মাস আসার এ সময়ে প্রত্যক্ষ করছি গাজায় অব্যাহত আগ্রাসনের সম্মুখীন আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের দুর্ভোগ, যা আমাদের হৃদয়কে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলছে।
বাদশাহ সালমান গাজায় নৃশংস এই অপরাধ বন্ধে এবং মানবিক ও ত্রাণ সহায়তা নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাস ইসরায়েলে আকস্মিক বড়ো ধরনের হামলা চালায়। এর প্রতিশোধ হিসেবে ইসরায়েল গাজায় ভয়াবহ অভিযান শুরু করে এবং তা অব্যাহত রেখেছে।

পর্তুগালের সাধারণ নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের জয়

আপনজন ডেস্ক: পর্তুগালের সাধারণ নির্বাচনে মধ্য-ডানপন্থি রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এডি) জয় লাভ করেছে। দলটি শতকরা ২৯ শতাংশ ভোট নিয়ে ২৩০ আসনের সংসদ নির্বাচনে ৭৯টি আসন পেয়েছে। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি এবং বর্তমান ক্ষমতাশীন দল সোসালিস্ট পার্টিও ২৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে তবে তাদের আসন সংখ্যা ৭৭টি। ফলে দেশটিতে আবারও জোট সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৯ মি.

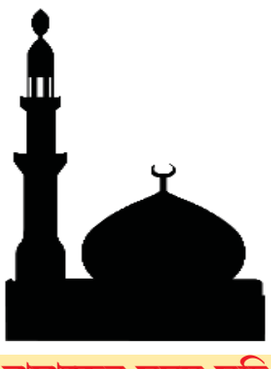

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৭	৫.৪৭
যোহর	১১.৫১	
আসর	৪.০৪	
মাগরিব	৫.৪৯	
এশা	৬.৫৯	
তাহাজ্জুদ	১১.০৯	

আল্পস পর্বতে ভারি তুষারপাত, ৫ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের আল্পস পবর্তের সুইজারল্যান্ড অংশে স্কি করার সময় নিখোঁজ ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ ১জনের খোঁজে এখনও অনুসন্ধান অভিযান চলছে। শনিবার তারা সুইস আল্পসের বিখ্যাত ম্যাটারহর্ন পর্বত সংলগ্ন শহর জারমাত থেকে সুইজারল্যান্ড-ইতালির সীমান্ত অঞ্চলের আরোল্যার দিকে স্কি সফরে গিয়েছিলেন। তারা ৩ হাজার ৭০৬ মিটার উচ্চ তেতে ব্লাংকে পর্বতের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে হারিয়ে যান।

৪৯০০ চিকিৎসকের লাইসেন্স স্থগিত করার প্রক্রিয়া শুরু দক্ষিণ কোরিয়ার

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়া ৪ হাজার ৯০০ ইন্টার্ন ডাক্তারের মেডিক্যাল লাইসেন্স স্থগিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
সোমবার (১১ মার্চ) এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির সরকার। মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি বাড়ানোর সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 'ওয়াকআউট' করেছিলেন এই ডাক্তাররা। সরকার 'ওয়াকআউট' শেষ করার আল্টিমেটাম দিয়েছিল তাদের। কিন্তু তা উপেক্ষা করায় এই পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছিল সরকার।
গত ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় ১২ হাজার ইন্টার্ন ডাক্তার- যা প্রশিক্ষণার্থী কর্মীর ৯৩ শতাংশ, কর্মবিরতিতে চলে যান। এতে বেশকিছু জরুরি চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার ব্যহত হয়। ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ কাজে না ফিরলে মেডিক্যাল লাইসেন্স স্থগিত এবং জেল-জরিমানাসহ প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে পারে বলে বিক্ষোভকারী চিকিৎসকদের সতর্ক করেছিল প্রশাসন। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে। এটি ডাক্তারদের মেডিক্যাল লাইসেন্স স্থগিত করার প্রথম পদক্ষেপ। হাজার হাজার ইন্টার্ন ডাক্তার তাদের হাসপাতালে ফিরে যাওয়ার আদেশ অমান্য করার পর এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

হাইতি থেকে দূতাবাসের কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আমেরিকার ক্যারিবিয়ান দেশ হাইতি থেকে দূতাবাস কর্মীদের সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
রোববার (১০ মার্চ) সামরিক বাহিনী বলেছে, দূতাবাসের নিরাপত্তা জোরদার করতে সেখানে সেনাবাহিনীও নিযুক্ত করেছে তারা।
এক বিবৃতিতে মার্কিন সেনাবাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ড বলেছেন, এই মুহূর্তে দূতাবাসে যেসব কর্মীদের খুব একটা প্রয়োজন নেই, তাদেরকে বিমানে করে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।
তবে দূতাবাস খোলা থাকবে।
দূতাবাসের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়েছে, দূতাবাস চত্বর ও বিমানবন্দরের কাছাকাছি এলাকায় সহিংসতা বেড়ে যাওয়ায়, নিরাপত্তা বিবেচনায় অতিরিক্ত কর্মীদের সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
এমনকি হাইতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলও সাময়িকভাবে তাদের কার্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে। রোববার, হাইতি ছেড়েছেন জার্মানির রাষ্ট্রদূত। ইইউ প্রতিনিধি দলের সাথে ডোমিনিকান রিপাবলিক সফরে ছিলেন তিনি। হাইতির গ্যাং সহিংসতা আরো বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল হেনরিকে অপসারণের জন্য জোর দিচ্ছে গ্যাং নেতারা। ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে হাজারো মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা তিনদিন থেকে একমাস বাড়ানো হয়েছে।

সস্ত্রীক ইসলাম গ্রহণের পর গাজাবাসীর জন্য যে ঘোষণা দিলেন মার্কিন লেখক

আপনজন ডেস্ক: ইসলাম গ্রহণ করেছেন প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক ও অনলাইন সমাজকর্মী শন কিং। সোমবার ছিল আরব দেশগুলোতে পবিত্র রমজান মাসের প্রথম দিন। এদিন-ই সস্ত্রীক ইসলামে প্রবেশের ঘোষণা দেন তিনি। আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, শন কিং ও তার স্ত্রীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সময়কার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে- একজন ইমাম কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়ে তাদের ইসলামে দীক্ষিত করছেন। শন কিং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছেন, রোববার সন্ধ্যায় তিনি ও তার স্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছেন। ওই পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'মাত্রই টেক্সাসের ডালাসে অবস্থিত আমাদের বাসভবনের পার্শ্ববর্তী মসজিদ থেকে ফিরলাম। সেখানে কয়েকজনের উপস্থিতিতে আমরা শাহাদাহ পাঠ করেছি এবং রমজান শুরুর দিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।' তিনি আরো লিখেছেন, 'এই দিনটি খুব সুন্দর ও শক্তিশালী ছিল। আর আমাদের জীবনের জন্য ছিল খুবই অর্থবহ। আমরা কখনো কিছুতেই দিনটি ভুলতে পারব না।' শন কিং তার পোস্টে লেখেন, 'আমি আপনাদের জন্য দোয়া করছি। আমিও আপনাদের থেকে আশা করি- আপনারাও আমাদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখবেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৭০ সংখ্যা, ২৮ ফাল্গুন ১৪৩০, ১ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

সতর্ক থাকিতে হইবে

করোনা মহামারির কথা আমরা যখন ভুলিতে বসিয়াছি, তখন সারা পৃথিবীতে আবার করোনার সংক্রমণ বাড়িতেছে বলিয়া কিছুদিন আগেও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া জার্মানি, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, ফিলিপাইন, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে বলিয়া জানা যায়। যদিও তাহা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে এবং আবার ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা তেমন একটা নাই। করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কার এবং ইহার আরো উন্নত সংস্করণের সহজলভ্যতা এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু করোনার উত্পত্তিস্থল চীনে নূতন করিয়া যে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে আমাদের কপালে ভাঁজ বাড়িতেছে বইকি। শুধু তাহাই নহে, গতকাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু (ডব্লিউএইচও) স্বয়ং এই ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। করোনার বেলায়ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সতর্কতামূলক প্রতিবেদন ছাপানো হইয়াছিল শুরুর দিকেই। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল, এমনকি কোনো কোনো উন্নত দেশও এই বিষয়টি আমলে না নেওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়া যায়। এইবারও কি আমরা অবহেলা ও অসতর্কতার পরিচয় দিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিব?

চীনের নূতন ভাইরাসের এই সংক্রমণকে অজানা নিউমোনিয়া হিসাবে দেখানো হইতেছে। এমনিতেই করোনা মহামারির ধাক্কা আমরা এখনো কাটিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার অভিঘাতে বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মারাত্মকভাবে। এখন আবার এই নূতন আপদ ও বিপদে উদ্বেগ ও উত্কণ্ঠা দেখা দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, অজানা ও রহস্যজনক এই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইতেছে বেইজিং ও লিয়াওনিংয়ের শত শত শিশু। হাসপাতালগুলিতে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনা নাগরিকদের শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার ঝুঁকি কমাইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছে। অনেক তথ্য না পাওয়ার কারণে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যাইতেছে না। তবে পরিস্থিতি যাহাই হউক, বাংলাদেশকে আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দরগুলিতে এখন হইতেই নজরদারি বৃদ্ধি করিবার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হইবে। কথায় বলে, সাবধানের মাইর নাই। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির ইহাই সবচাইতে জরুরি কর্তব্য। গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের প্রতিনিধিরা সেই দেশটিতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেন। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা এক্স-এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, আগের তিন বত্সরের একই সময়ের তুলনায় চীনের উত্তরাঞ্চলে অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা বাড়িয়া গিয়াছে আশঙ্কাজনকভাবে। এখানকার শিশুদের মধ্যে ইহার আগে নির্ণয় করা হয় নাই, এমন নিউমোনিয়ার ক্লাস্টার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। চীনা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হইল, শ্বাসকষ্টের অসুস্থতার স্পাইকটি কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ তুলিয়া নেওয়া এবং পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বাড়িতে পারে। এমন মুহূর্তে প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং চিকিত্সাবিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্ক বাড়ানো উচিত, যাহাতে দ্রুত এই ভাইরাসটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, সারস-কোভ-২, আরএসভি ও মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়াসহ পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও তাহা মোকাবিলায় বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির কারণে আবার মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের তাগিদ আমরা অনুভব করিতেছি। চীনের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেই ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে নজর দিতে হইবে। যাহারা অসুস্থ তাহাদের হইতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক। ইহা ছাড়া আবার নিয়মিত হস্ত ধৌত করিবার অভ্যাস আমাদের রপ্ত করিতে হইবে। চীনের নূতন ভাইরাস সম্পর্কে রহস্য উদ্ঘাটন ও সেই অনুযায়ী নূতন টিকার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এখনই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হইবে।

বাইডেন বনাম ট্রাম্প: কে কতটা এগিয়ে

চলতি বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে নানা জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন হিসাবনিকাশ কষে কেউ এগিয়ে রাখছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে, কেউ-বা রিপাবলিকান দলের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। উভয় প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই নির্বাচন চূড়ান্ত ফলাফলের মুখ দেখবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এমনও বলা হচ্ছে, ট্রাম্পকে খুব সহজেই ধরাশায়ী করা যাবে না! আসন্ন নির্বাচন কেন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে চলেছে, এই লেখায় তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। লিখেছেন **হ্যারি অ্যান্টেন**।

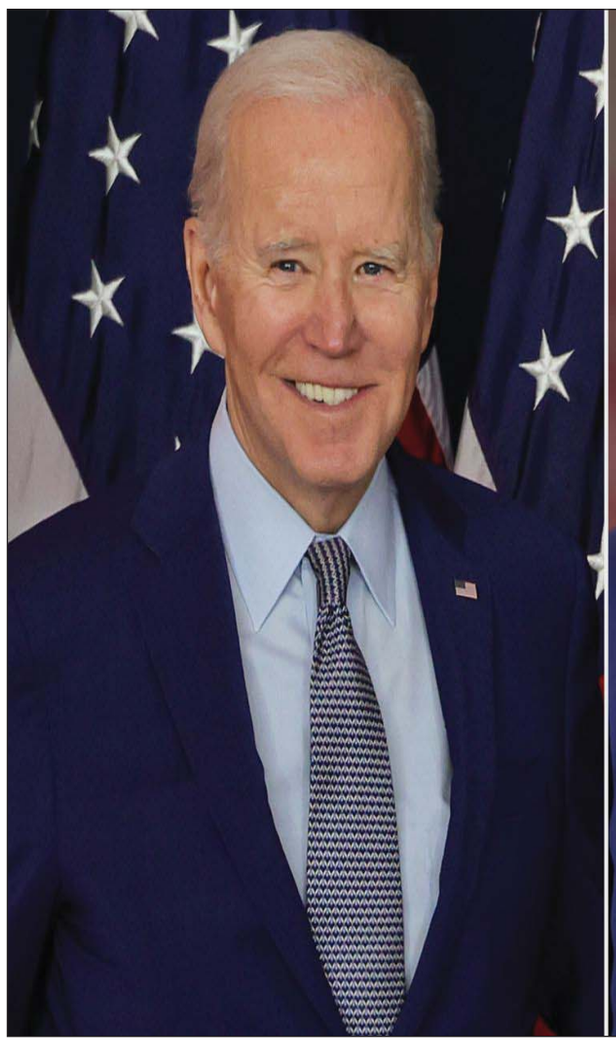

আগামী বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে নানা জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন হিসাবনিকাশ কষে কেউ এগিয়ে রাখছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে, কেউ-বা রিপাবলিকান দলের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। উভয় প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই নির্বাচন চূড়ান্ত ফলাফলের মুখ দেখবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এমনও বলা হচ্ছে, ট্রাম্পকে খুব সহজেই ধরাশায়ী করা যাবে না! আসন্ন নির্বাচন কেন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে চলেছে, এই লেখায় তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

শুরুতেই বলে রাখা দরকার, এবারের নির্বাচন এক অর্থে চমক জাগানিয়া হতে চলেছে। শেষ পর্যন্ত যদি জো বাইডেন ও ডোনাল্ড ট্রাম্পই নিজ নিজ দল থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়ে ভোটের মাঠে অবতীর্ণ হন, তাহলে তা হবে ইতিহাস! এর কারণ, দুই প্রেসিডেন্টের এভাবে মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা সবশেষ ঘটেছিল ১৯৫৬ সালে। শুধু তা-ই নয়, ১৮৯২ সালের পর আবারও বর্তমান ও সাবেক প্রেসিডেন্টকে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে দেখা যাবে।

এবারের ভোটে ট্রাম্পকে অনেকে এগিয়ে রাখতে চাইছেন। এর পেছনে যুক্তিযুক্ত কারণও আছে। ২০২০ সালের নির্বাচনে এই দুই প্রার্থীর মধ্যে যে ভোটযুদ্ধ হয়, তাতে নির্বাচনের আগে ট্রাম্পকে নিয়ে এতটা ভাবতে হয়নি বাইডেনকে। তবে হিসাব যেন এবার কিছুটা হলেও উলটো কথা বলছে! অনেকে মনে করছেন, নির্বাচনে বিজয় লাভ করার প্রশ্নে বেশ কঠিন রাস্তাই পার হতে হবে বাইডেনকে।

যদি বাস্তবচিত্রের ভিত্তিতে কথা বলতে হয়, তাহলেও উভয় প্রার্থীকেই এগিয়ে রাখতে হয়! বিভিন্ন জরিপ বা পরিসংখ্যানের খবর অনুযায়ী, বাইডেনের জয়ের সম্ভাবনা 'ফিফটি ফিফটি'।

একইভাবে ট্রাম্পও আটকে আছেন পথের মাঝবরাবর। বরং কোনো কোনো বিশ্লেষক দাবি করছেন, বাইডেনের ভক্ত-সমর্থকদের মাথায় রাখতে হবে, ট্রাম্পের হোয়াইট হাউজে ফেরার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ট্রাম্পের আবারও হোয়াইট হাউজে ফেরার সম্ভাবনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই বইকি। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত নির্বাচনি জরিপের দিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিবিএস নিউজ, ফক্স নিউজ কিংবা দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল যেসব সমীক্ষা চালিয়েছে, তাতে এগিয়ে রয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এসব সমীক্ষায় অন্তত দুই থেকে চার পয়েন্টের ব্যবধানে বাইডেনকে পেছনে ফেলেছেন ট্রাম্প। কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন বাইডেনও। তবে জয়ের পাল্লা ঝুলে আছে ট্রাম্পের দিকেই।

বিভিন্ন মাধ্যমে চালানো জরিপ-সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই যে চূড়ান্ত বিজয়ী নির্ধারিত হবে, তেমনটা নয় স্বাভাবিকভাবেই। সমীক্ষায় সত্যিকার অর্থে নানা ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি থেকেই যায়। তবে রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে এবারই সম্ভবত বাজে অবস্থায় রয়েছেন বাইডেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ২০২০ সালের নির্বাচনে জরিপে ইলেক্টোরাল ভোটে এগিয়ে থাকা বেশ কিছু রাজ্য এবার বাইডেনের হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিছু রাজ্যে বাইডেনের ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। অথচ চার বছর আগের ভোটে এসব রাজ্যে ট্রাম্পকে খুব সহজেই টপকে গিয়েছিলেন তিনি। অ্যারিজোনা, জর্জিয়া ও নেভাডা রাজ্যের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। এ রাজ্যগুলোতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রাইমারি ভোটে পাঁচ পয়েন্ট কিংবা তারও বেশি পয়েন্টের ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছেন বাইডেন।

লক্ষ করার বিষয়, নেভাদা রাজ্য ২০০৪ সাল থেকেই ডেমোক্রেটিক দলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে অভিহিত হয়ে আসছে। কোনো ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকেই নেভাদায় পরাজয়ের স্বাদ নিতে হয়নি। অথচ এবার বাইডেন এই রাজ্যে হেরেছেন।

বাইডেনের জন্য আরেক সমস্যা হলো মিশিগান রাজ্য। এখানেও পিছিয়ে আছেন তিনি। সিএনএনের চালানো জরিপের ফলাফলে ট্রাম্পের চেয়ে চার পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছেন তিনি।

সমীক্ষায় বা প্রাইমারি ভোটে বাইডেন বিভিন্ন রাজ্যে পিছিয়ে রয়েছেন বা পড়ছেন বটে, তবে বাস্তবতা হলো, নির্বাচনের এখনো লম্বা সময় বাকি। আজ বা কাল ভোট হয়ে যাচ্ছে, এমন নয়। সহজ করে বললে, আগামী আট মাসে সমীকরণ ওলটপালট হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

সত্যি বলতে, বাইডেনের জায়গায় যদি আমি থাকতাম, তাহলে জরিপ-সমীক্ষা বা পরিসংখ্যান থোড়াই কেয়ার করতাম! এর কারণ, ঘোড়দৌড় রেসের মতো টানটান উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত এখনো আসেনি। খেলা এখনো বহু বাকি! বেশির ভাগ আমেরিকান মনে করেন, অর্থনীতি এবং অভিবাসন–আগামী আট মাস এই দুই ইস্যু ভালোভাবে সামলাতে পারলেই বাইডেন শিবির পুরোদমে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কোনো সন্দেহ নেই, এই দুই বিষয়ের উত্তরণে ট্রাম্পের চেয়ে বাইডেনই বেশি পারদর্শী। অর্থাত্, এসব ক্ষেত্রে বাইডেন যদি আরো জুতসই সমাধানের রেখা টানতে পারেন, তাহলে ট্রাম্প পড়ে যাবেন বহু পেছনে। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিষয়ে আগে থেকে নিশ্চিত করে বলাটা কঠিনই।

বাইডেনের দুশ্চিন্তার আরো কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যারা নতুন মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছেন, তাদের সঙ্গে তুলনা করলেও বাইডেন পেছনে পড়ে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনুমোদনের রেটিং ৪০ শতাংশের ঘরেই ওঠানামা করছে। এর আগে এ ধরনের তুলনামূলক কম রেটিং যাদের ছিল, তারা ভোটে পরাজিত হয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্প হেরেছেন কম রেটিং নিয়ে। একইভাবে পরাজিত হন জর্জ এইচডব্লিউ বুশ।

ডেমোক্র্যাট সমর্থকরা যুক্তি দিতে চাইবেন, আমি কেবল বাইডেনের রেটিং নিয়েই পড়ে আছি কেন? তারা প্রশ্ন তুলবেন, বাইডেনের মূল প্রতিপক্ষ ট্রাম্পও তো ভালো রেটিংয়ে নেই। ট্রাম্পের জনপ্রিয়তাও তো তলানিতে ঠেকেছে। সত্যি বলতে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বটে। তবে যেমনটা বলা হয়েছে ওপরে–ফক্স নিউজ, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মতো নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক জরিপে ট্রাম্পের রেটিং বাইডেনের চেয়ে কয়েক পয়েন্ট হলেও বেশি। নির্বাচনি প্রার্থীদের জনপ্রিয়তার রেটিং বাড়া-কমাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে আগামী আট মাসে বাইডেনের রেটিং বেড়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। অবশ্য সেক্ষেত্রে তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

মজার ব্যাপার হলো, এই নির্বাচনে উভয় দলের প্রার্থীকে নিয়েই নানা ধরনের কথা হচ্ছে। এই অর্থে বলা যায়, ২০২০ সালে আমরা যা দেখেছি, তার থেকে '২৪-এর নির্বাচন আলাদা হতে চলেছে। ৫ শতাংশ ভোটার বাইডেন বা ট্রাম্প–কাউকেই সমর্থন করেন না বলে এক জরিপে উঠে এসেছে। এর চেয়ে বড় কথা, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যেসব মামলা চলছে, তাতে দোষী সাব্যস্ত হলে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন কমে যাওয়ার জোর আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি নির্বাচনে ট্রাম্প প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য থাকবেন কি না, তা নিয়েও চূড়ান্ত কথা শোনা যায়নি। ফলে নির্বাচনে এখনো অনেক কিছু ঘটা বাকি আছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক সমীক্ষায় জানা গেছে, বেশির ভাগ সম্ভাব্য ভোটার (৫৩ শতাংশ) মনে করেন, ট্রাম্প গুরুতর ফেডারেল অপরাধ করেছেন। তবে আশ্চর্যের বিষয়, এই ভোটাররাই প্রাইমারি ভোটে ট্রাম্পকে সমর্থন জানিয়েছেন। এ ধরনের পরিসংখ্যান বাইডেন-সমর্থকদের হতাশ করবে স্বভাবতই। অনেক ভোটার মনে করেন, ট্রাম্প গুরুতর ফেডারেল অপরাধ করেছেন বটে, কিন্তু তাকে ভোট না দেওয়ার কোনো কারণ নেই।

কোটি টাকার প্রশ্ন হলো, বাইডেন এ ধরনের মনোভাবসম্পন্ন ভোটারের মন জিতবেন কী করে? বাইডেন সমস্যায় পড়েছেন আরেক ক্ষেত্রে। এক সমীক্ষায় জানা গেছে, ৭২ শতাংশ ভোটার মনে করেন, বাইডেন বেশি বয়স্ক। কার্যকর প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি একটু বেশিই বয়স্ক হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে, ৫৩ শতাংশ ভোটারের মত, ট্রাম্প গুরুতর ফেডারেল অপরাধ করলেও তাকে ভোট দেওয়া উচিত।

এই যে ব্যবধান গড়ে দিচ্ছেন ভোটররা, এতে করে বাইডেনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্পই। তবে শেষ হাসি কে হাসবেন, তা জানতে এখনো অপেক্ষা করতে হবে আট মাস।

লেখক: রাজনীতি বিশ্লেষক সিএনএন থেকে অনুবাদ

বিভিন্ন মাধ্যমে চালানো জরিপ-সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই যে চূড়ান্ত বিজয়ী নির্ধারিত হবে, তেমনটা নয় স্বাভাবিকভাবেই। সমীক্ষায় সত্যিকার অর্থে নানা ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি থেকেই যায়। তবে রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে এবারই সম্ভবত বাজে অবস্থায় রয়েছেন বাইডেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ২০২০ সালের নির্বাচনে জরিপে ইলেক্টোরাল ভোটে এগিয়ে থাকা বেশ কিছু রাজ্য এবার বাইডেনের হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ফ্রান্সেসকো সিসি

৮০ বছর পরপর আমেরিকার কেন যুদ্ধ দরকার

নির্দিষ্ট সময় পরপর আমেরিকার কি ভূত তাড়ানোর প্রয়োজন হয়? প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার ইতিহাসে কমবেশি ৮০ বছর পরপর এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, যার প্রভাব হয় বৈশ্বিক। প্রতি আট দশক পরপর যুক্তরাষ্ট্র একবার করে দেশের ভেতরে এমন অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যে তা থেকে উত্তরণের জন্য তাদের যুদ্ধ করতে হয়।

প্রথম সংকট: ১৭৮১

যুক্তরাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে। ১৭৭৬-১৭৮৩ সালের মধ্যে যে বিপ্লবী যুদ্ধ হয়েছিল, তা শুরুই হয়েছিল ১৩টি ঔপনিবেশকে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র থেকে জোর করে বের করে আনার প্রচেষ্টা থেকে। এই সংঘাতে ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলো জড়িয়ে পড়ে। সমুদ্র ও উপনিবেশগুলোর ভূখণ্ডে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের লড়াই শুরু করে তারা। আমেরিকানদের পক্ষ নিয়ে ফ্রান্স এই সংঘাতে প্রবেশ করে। স্পেন, ডাচ প্রজাতন্ত্রও তাদের পক্ষ নেয়। ১৭৫৬-৬৩ সাত বছরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নিতে এবং ব্রিটিশ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আমেরিকানদের সঙ্গে ফ্রান্সসহ ইউরোপের শক্তিগুলো জড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে ব্রিটেন তাদের বাহিনীতে ভাড়াটে জার্মান সেনা যুক্ত করে আমেরিকায় তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এ কারণে প্রুশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেনের মৈত্রী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অটুট ছিল।

আমেরিকানরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেনি। অনেকে ইংল্যান্ডের পক্ষ নেয় এবং রাজতন্ত্রের হয়ে লড়াই করে। উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে থাকা–এই দুই নিয়ে আমেরিকানদের মধ্যে তিক্ত বিভক্তি তৈরি হয়েছিল।

দ্বিতীয় সংকট, ১৮৬১

কমবেশি ৮০ বছর পর, দাস সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয় তাতে আমেরিকান সমাজে বিভক্তি চরমে পৌঁছে। উত্তরে যে আধুনিক কারখানাগুলো গড়ে উঠেছিল তারা দাসদের তুলনায় শ্রমিকদের ভালো মজুরি দিতে শুরু করে।

আর দক্ষিণে তখনো দাসেরা ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ। সেই সময়ের শিল্পোৎপাদনের প্রধান পণ্য তুলা ও চিনি উৎপাদনের মৌলিক চালিকাশক্তি তারা।

উন্নয়নের এই দুই মডেল পুরো দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও বিভক্তি তৈরি হয়েছিল। একটি অংশের কাছে মনে হয়েছিল, আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকানরা দাসপ্রথা থেকে মুক্ত হলে সেটা অর্থনৈতিক জন্য লাভজনক। অন্য অংশ মনে করল, কালো মানুষেরা দাসপ্রথা থেকে মুক্ত হলে অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

এটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিল না। সে সময়ে বিশ্বের পরাশক্তি ইংল্যান্ড ভারতে সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭) দমনে এবং উপমহাদেশে তাদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার কাজে নিয়োজিত ছিল। একই সময় তারা চীনে দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধে (১৮৫৬-১৮৬০) জড়িয়ে পড়েছিল। তার কারণ হলো, চীনের কাছ থেকে আফিম ব্যবসায় আমেরিকা ও ফ্রান্স বড় ছাড় আদায় করে নিয়েছিল।

সর্বোপরি সেটা ছিল বৈশ্বিক সংঘাতময় একটা দশক। ইংল্যান্ড খুব ভুলভাবে যুক্তরাষ্ট্রে উত্তরের ইউনিয়নবাদীদের বিপক্ষে দক্ষিণের কনফেডারেশনপন্থীদের সমর্থন দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে ১৮৬৫ সালে গিয়ে এই সংঘাতে উত্তরের ইউনিয়নবাদীরাই জয়ী হয়েছিল। ১৮৬১ সালটাই আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। কেননা, তখনো আমেরিকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্রিটিশ সম্পৃক্ততা ছিল।

তৃতীয় সংকট, ১৯৪১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে ১৯৪১ সালে আমেরিকা আবার শক্তভাবে সংকটের বৃত্তে আটকে যায়। ফ্যাসিস্ট ও নাৎসিদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

আমেরিকার মহত্তম কবি এজরা পাউন্ড ছিলেন একজন ফ্যাসিস্ট। যুদ্ধের সময়টাতে তিনি ইতালিতে বসে খুবই অদরকারিভাবে আমেরিকাবিরোধী প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যান। সম্ভবত চার্লস লিন্ডবার্গ ছিলেন সে সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় আমেরিকান। নাৎসিবাদী লিন্ডবার্গ যুক্তরাষ্ট্র কেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেল তা নিয়ে প্রচারণায় নেমেছিলেন। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের আন্দোলনও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল। ইহুদি ও কালো মানুষদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণ নির্লজ্জভাবে বেড়ে গিয়েছিল। আফ্রিকান আমেরিকানরা তখন আর দাস নন, কিন্তু সাদা মানুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে তাদের সমমর্যাদা ও অধিকার ছিল না। ১৯২৯ সালের বিপর্যস্ত বাজার এবং মহামন্দার কারণে, বেকারত্বের হার রেকর্ড ২৫ শতাংশ পেরিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র আরেকটি গৃহযুদ্ধের চূড়ায় পৌঁছায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়েও বিভাজন দেখা দেয়। ইউরোপের সমস্যায় তাদের কি যুক্ত হওয়া উচিত এবং গ্রেট ব্রিটেনকে কি আরও একবার সমর্থন দেওয়া উচিত অথবা দূরে থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা নেওয়া উচিত। পার্ল হারবারে আক্রমণ সেই অচলাবস্থা খুলে দেয়। ফ্যাসিস্ট ও নাৎসিরা দৃশ্যপট থেকে অপসারিত হয়। ১৯৪৫ সালের পর যে শীতলযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেখানে সমাজতন্ত্রী আন্দোলন দমন ও খর্ব করার চেষ্টা করে যায় যুক্তরাষ্ট্র। নতুন গৃহযুদ্ধ এড়াতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও শীতল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মোট ৫০ বছর ব্যয় করে আমেরিকা। এ সময়পর্বে ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে তিক্ত ও সহিংস নাগরিক অধিকার আন্দোলন হয়।

চতুর্থ সংকট, ২০২১

৮০ বছরের সময়কাল যদি সঠিক হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে এখন চতুর্থ সংকট চলছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' বা আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলো আন্দোলন ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর প্রার্থিতাকে কেন্দ্র করে এই সংকট আবর্তিত হচ্ছে। ৮০ বছর আগে তখনকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মতো এখনকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গোঁড়া বাম ও ডানপন্থীদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছেন।

আগের তিনটা সংকট যদি পথ দেখায় তাহলে একটা বেদনাদায়ক বিজয়ের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল দল ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা শুরু করার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এবারে ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তি হবে কি না, সেটা স্পষ্ট নয়।

আগের মতো এবারও বৈশ্বিক সংঘাতের তীব্রতা বাড়ার শঙ্কা বেড়ে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন আড়াইটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনে, হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে এবং ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হুতিদের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতাও তীব্র আকার ধারণ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এখন যেকোনো সময়ের জন্য একটা ভারসাম্যমূলক বিশ্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশের ভেতরের উত্তেজনা কীভাবে যুদ্ধ উসকে দিচ্ছে, সেটা সহজেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। চরমভাবে বিভক্ত একটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে গেলে একটা সাধারণ ঐকমত্য দরকার হবে। সেটা কি চীনের সঙ্গে যুদ্ধ? ৮০ বছরের এই অপয়া তাড়াতে গেলে যুক্তরাষ্ট্র ও বাকি বিশ্বের প্রজ্ঞা দরকার।

ফ্রান্সেসকো সিসি চীনের ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ইতালীয় পণ্ডিত

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

রাজনগর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষেত মজুর সমিতির ডেপুটেশন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম
আপনজন: সিপিআইএম এর শাখা সংগঠন সারা ভারত ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সোমবার রাজনগর ব্লকের তাঁতীপাড়া এবং গাংমুড়ি-জয়পুর পঞ্চায়েতে পৃথক পৃথক ভাবে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।
দাবি সমূহের মধ্যে ছিল অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ চালু করতে হবে। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা প্রদান করতে হবে। প্রকৃত শ্রমিকদের জব কার্ড চালু করতে হবে।
পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে হবে এরূপ সাত দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান। সংগঠনের নেতাকর্মীরা আজ এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।
সংগঠনের পক্ষে তাঁতীপাড়া পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ব্লক কমিটির সভাপতি উত্তম মিস্ত্রি, লক্ষিরাম হেমরম, কৃষ্ণ গোপাল দাস।
এছাড়া গাংমুড়ি-জয়পুর পঞ্চায়েতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ব্লক সম্পাদক বিশ্বনাথ মাল, বিশ্বেশ্বর মুর্মু সহ অন্যান্যরা।

চেতনার বার্তা দিয়ে নারী দিবস উৎযাপন রোকেয়া সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর
আপনজন: ৮ ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উৎযাপন করে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি মুর্শিদাবাদ জেলা বহরমপুর রোকেয়া ভবনে। সমাজের অর্ধেক অংশ তো নারী। রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি পিছিয়ে পড়া শিক্ষা থেকে, অর্থ থেকে, আশ্রয় থেকে বঞ্চিত নারীদের একটু আলোর শিখা, অধিকার বোধের চেতনা দিতে সামগ্রিক ক্ষমতায়ন করে তুলতে দীর্ঘ বছর ধরে লড়াই করে চলেছে। রোকেয়া ভবনে ভিড়ে ঠাসা তিন শতাধিক নারীরা হলের বাইরে রোকেয়া ভবন প্রাঙ্গণে বসতে বাধ্য হয়। বেলা ১১ থেকে শুরু হয় মেয়েদের হাতের কাজের প্রদর্শনী ভবন প্রাঙ্গণে । সভার প্রথম অধিবেশনে নারী আন্দোলন কে শক্তিশালী করার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। বেলা দুটো থেকে আবার শুরু হয় নারী দিবসের অনুষ্ঠান । আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন সংখ্যালঘু জেলা আধিকারিক রেনুকা খাতুন। আধিকারিকের আলোচনায় মেয়েদের আত্মবিশ্বাস , লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা, ব্যক্তি জীবনে সংগ্রামের উপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানান। আমন্ত্রিত অতিথি বহরমপুর গালর্স কলেজের অধ্যাপিকা নুপুর লাহিড়ী মেয়েদের মনের জোর বাড়িয়ে দেন ধৈর্য্য ও সাহস নিয়ে এগিয়ে আসার পথের নিশানা বলে দিয়ে । সমিতির নেত্রী প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা আল্পনা রায় চৌধুরী ও কাবেরী বিশ্বাস শক্তিশালী নারী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। নারী দিবসের প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সোহিনী সেনগুপ্ত। আমি সেই মেয়ে আবৃত্তি করেন সমিতির সহ-সভাপতি প্রধান শিক্ষিকা সুমার্তনভান খাতুন। সমগ্র অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেন সম্পাদক খাদিজা বানু । মেমেন্টো দিয়ে বরন করা হয় ডোমা অফিসারকেকে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় সমগ্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী রা নারী আন্দোলন কে শক্তিশালী করার প্রেরণার দিবসে বাল্য - বিবাহ, নারী পাচার, মদ বন্ধ এবং নারী নির্যাতন বন্ধ করার শপথের মন নিয়ে , মানুষের মর্যাদা পাওয়ার আকুতির শিক্ষা সমগ্র কর্মসূচি সবাই কে অনুপ্রাণিত করে।

বর্ধমান পূর্বে তৃণমূলের ভরসা এবার ডাক্তার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান
আপনজন: বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হলো ডক্টর শর্মিলা সরকার এর নাম । কলকাতার বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। যদিও তিনি কাটোয়া শহরের বাসিন্দা। বর্তমান কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ ডক্টর শর্মিলা সরকার। বহু পুরস্কার ও সম্মানে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। পূর্ব বর্ধমানে এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি ছিলেন সুনীল মণ্ডল। বহু নাম ঘোরা ফেরা করলেও ডঃ শর্মিলা সরকারকে মনোনীত করে তৃণমূল

কংগ্রেস চমক দিল। বিগ্রেড প্যারেড ময়দানে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি ডঃ শর্মিলা সরকারের নাম ঘোষণা করেন। মিষ্টিভাষী হাসিখুশি এই মানুষটি ব্যবহারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তার রোগী থেকে সাধারণ মানুষ । বর্ধমান পূর্ব লোকসভা আসনে তার মনোনয়ন পাওয়ায় বহু বিতর্কের অবসান হল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা অনেক সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

দীর্ঘ নয় মাস থেকে ভেঙে পড়ে রয়েছে সেতু, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ব্লক দপ্তর থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে দীর্ঘ নয় মাস থেকে ভেঙে পড়ে রয়েছে সেতু। নজর নেই প্রশাসনের। ক্ষোভ এলাকাবাসীর। হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিশ্রপাড়া ও নানারাহি গ্রাম দুটির মাঝে রয়েছে সেতুটি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, একদিকে রাস্তায় নেই পথবাতি তার উপর বিপজ্জনকভাবে ভেঙে থাকা সেতু যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় রয়েছে। জনপ্রতিনিধিরা গ্রামবাসীদের দুর্ভোগ দেখেও কিভাবে চুপ করে আছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা।এই রাস্তা দিয়েই স্কুল,হাসপাতাল ও ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বাজারঘাট যায় পড়ুয়া ও গ্রামবাসী।দ্রুত ভাঙা সেতু সংস্কার করার দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।স্থানীয় বাসিন্দা তাজেমুল হক বলেন,'সেতু ভেঙে লোহার রড বেরিয়ে এসেছে।গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স বা দমকল সহজে প্রবেশ করতে পারে না।এই রাস্তা দিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করে।দিনে দেখে পারাপার হলেও রাতে প্রায়ই ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটে।'
আরো এক স্থানীয় বাসিন্দা সহবুল হোক বলেন,'পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকেই ভেঙে আছে সেতুটি।অথচ আমাদের গ্রাম মিশ্রপাড়ায় ঢোকার মূল রাস্তা এটিই। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে অন্তত ৫-৭টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে। জনপ্রতিনিধিরা সব জানেন। কিন্তু, তাঁরা সংস্কার করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে হয়তো মনে করেন না।ভাঙা অংশে পড়ে গিয়ে অতীতে বাইক, সাইকেল আরোহী জখম হয়েছে। একমাত্র বাইক ও সাইকেল ছাড়া এই রাস্তা দিয়ে কোন চার চাকা গাড়ি যাতাযাত করতে পারে না।আমাদের একটাই দাবি, কালভার্টটি দ্রুত সংস্কার করা হোক।' হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপস পাল জানান,এক সপ্তাহ আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেতুটি পরিদর্শন করা হয়েছে। সেতুটি সংস্কারের জন্য বড় অ্যামাউন্ট প্রয়োজন।জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'
সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ধর্মা মন্ডল জানান, কাজের ওয়ার্কআউট তৈরি হয়ে গেছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।।

সিএএ-তে শর্ত চাপালে আন্দোলনে নামবে মতুয়ারা: মমতা বালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: এতো রাজনীতির খেলা। ২০১৯ সালে ঘোষণা করেছিল। মানুষ তার ওপর ভরসা করে ভোট দিয়েছিল। তারপর দেখছি এখন আমাদের কাছে কিছু নেই তাই ভোটের দোরগোড়ায় এই ঘোষণা। এতদিন পর ঠিক নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার দুদিন আগে সি এ এ লাগু করে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চাইছে বিজেপি। সোমবার বনগাঁয় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন মমতা বালা ঠাকুর। তুমি জানান নতুন এই আইনে ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে কি কি ডকুমেন্ট চাইবে সেটা আগে দেখতে হবে। কারণ ইতিমধ্যে ঝড় , আমফান, অগ্নিকাণ্ড ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মতুয়াদের বহু মানুষের অনেক তথ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন যদি নানা ডকুমেন্ট যাওয়া হয় তাহলে তা কোথা থেকে দেবে মতুয়ারা। প্রশ্ন তোলেন মমতা বালা ঠাকুর। তিনি জানান, যদি নানা ধরনের জটিল তথ্য চেয়ে ফর্ম পূরণ করতে বলা হয়, তাহলে তারা আন্দোলন শুরু করবে ধর্নায় বসবে। যদি এই নতুন আইনে লিখতে হয় আমি নাগরিক নই ,আমাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হোক। তাহলে মতুয়ারা তা মেনে নেবে না। মমতা বালা ঠাকুর দাবি করেন তার শাশুড়ি বিনাপানী দেবী ও শ্বশুর মশাই কমল কৃষ্ণ ঠাকুর যে আন্দোলন করেছিলেন নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য যদি কোন ডকুমেন্টস নতুন আইনে চাওয়া হয় তাহলে তুমি নিজের ধর্নায় বসবেন। তবে তার আগে তারা এই নতুন আইনে সব বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখে নিতে চান। মমতা বালা ঠাকুরের অভিযোগ বিজেপি তার কথা রাখে নি। যদি তারা কথা লাগতো তাহলে ভোট ঘোষণার দু-তিন দিন আগে এই সিদ্ধান্ত নিত না। আসলে তারা বুঝতে পেরেছি মতুয়ারা তাদের পাশ থেকে সরে গেছে। তাই মতুয়াদের ভোট পেতে এই সিএএ লাগু করা হল। তার মতে এটা একটা চাল। তাই তারা নতুন আইনের সব দিকটা খতিয়ে দেখে যদি কোন সেখানে শর্ত না থাকে তবে মেনে নেবে, আর শর্ত চাপলে তারা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।

রাজ্য ক্রীড়ায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত পড়ুয়া সংবর্ধিত

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট
আপনজন: রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।
জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ৩৯ তম রাজ্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বংশীহারী ব্লকের গাঙ্গুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গাড়ুল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র সহদেব ওরাও। সে ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছে।
সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ বংশীহারী সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরে বংশীহারী ব্লক এবং বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত সহদেব ওরাও কে আর্থিক সাহায্য এবং সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন বংশীহারী ব্লকের বিডিও সুব্রত বল এবং বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গনেশ প্রসাদ।

নাবাবিয়ার পড়ুয়াদের শৃঙ্খলা দেখে আমি মুগ্ধ: মহকুমা শাসক সুভাষিনী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি
আপনজন: হুগলি জেলার খানাকুল থানার মাইনান গ্রামে নবাবিয়া মিশনে প্রাক্তনী মিলন উৎসব এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল মহামিলন। তিন দিন এই মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কয়েকশত ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। তার মধ্যে প্রায় ৪০ জন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সাব-ইন্সপেক্টর এবং ব্যবসায়ী ছাত্রদেরকে নিয়ে গঠিত হয় নাবাবিয়া মিশন অ্যালুমনি এসোসিয়েশন। সোমবার ছিল নাবাবিয়া মিশন অ্যালুমনি এসোসিয়েশনের অনুষ।ঠানের শেষ দিন। এইদিনে আরামবাগ মহকুমা শাসক সুভাষিনী প্রাক্তনী অফিস ও গেস্ট হাউসের উদ্বোধন করেন। গোটা ক্যাম্পাস ভালো করে ঘুরে দেখেন এরপরে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অডিটোরিয়াম হলে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য মোটিভেশনাল ক্লাস ও প্রশ্ন উত্তর করেন। তিনি বলেন, আমি বাংলায় পাঁচ বছর এসেছি। এই প্রথম একটা বাংলা মিডিয়াম স্কুলের ডিসিপ্লিন দেখে আমি মুগ্ধ বহু স্কুল ঘুরেছি এইরকম মিশন আমি এই প্রথম দেখলাম আমি তামিলনাড়ুর মেয়ে বাংলা এখানে শিখেছি আজকের এই পরিবেশে আমি তোমাদের সাথে বাংলায় কথা বলতে চাই। আগামী দিন এ প্রতিষ্ঠান হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার যত রকম পরামর্শ সহযোগিতা করার দরকার আমি চেষ্টা করব এছাড়াও তিনি মিশনে সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবর সাহেবের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বরেন, আমি প্রায়ই আরামবাগে এক বছরের বেশি এসেছি সময় অনেকবার উনি বলেছেন ব্যস্ততার কারণে আমি আসতে পারিনি। কিন্তু আগে যদি জানতাম এত ভালো সুন্দর পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠানে উনি আমাকে আসার জন্য আমন্ত্রণ করছেন। আমি অনেক আগেই চলে আসতাম। আজকে এসে আমি সরি অনেক আজ আগে আমার আসা দরকার ছিল এছাড়াও মানপত্র তুলে দেওয়া হয় ওনার হাতে তুলে দেন আমাদের মিশনের প্রাক্তনী ডা. আনিসুল হক মোল্লা, ডা. খাইরুল আলম সেলিম মন্ডল, জাহির আব্বাস মল্লিক সহ শাহানা আফরোজ ম্যাডাম এই তিনদিন ছাত্র-ছাত্রীরা খাওয়া দাওয়ার সাথে সাথে শিক্ষকদের সঙ্গে খেলাধুলাও করেন এবং তার সাথে সাথে পুরানো স্মৃতি ছবিগুলো একটা ওয়ালে সংরক্ষিত করা ছিল। সেই ১০ বছর ১৫ বছর আগেকারের স্মৃতিগুলো দেখে ছাত্রদের চোখে জল এসে যায়। মনে পড়ে যায় সম্পাদক আলহাজ্ব ফজলুর রহমান সাহেবের কথা।

রেলের জমিতে পাকা বাড়ি করে বিতর্কে বিজেপি বিধায়ক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া
আপনজন: এবার রেলের জায়গা দখল করে পাকা বাড়ি করতে গিয়ে বিতর্কের মুখে বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা।রেল দপ্তরে অভিযোগ এলাকাবাসীর। সম্প্রতি বাঁকুড়ার কেঠারডাঙ্গা, ময়রাবাঁদ এলাকায় রেলের আন্ডার পাস তৈরি সহ বিভিন্ন কারণে একাধিক বাড়ি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে।দেওয়া হয়নি পুনর্বাসনও। দীর্ঘদিন দখল করে থাকা বহু গরিব মানুষ এখন গৃহীন অবস্থায়।এই আন্ডার পাস তৈরি ও জবরদখল করে থাকা বস্তি উচ্ছেদে একাধিক বার দেখা গেছে এই বিজেপি বিধায়ক কে।
তবে প্রশ্ন বিধায়ক কিভাবে রেলের জায়গার উপর পাকাপোক্ত বাড়ি তৈরি করছেন?বাঁকুড়া শহরের ভৈরব স্থান এলাকায় নিজের দোকানের চারিপাশ ফ্লেক্স দিয়ে ঢেকে পিছনে চলছে রেলের জমির পর অবৈধভাবে এই নির্মাণ।এলাকার মানুষের দাবি সম্প্রতি আমরা দেখেছি বাঁকুড়া শহরে বিভিন্ন এলাকায় রেলের জমি উচ্ছেদ।ভেঙে ফেলা হয়েছে বহু গরীব মানুষের ঘরবাড়ি,তাহলে এক্ষেত্রে বিধায়কের বাড়ি কেন ভাঙ্গা যাবে না।যদিও বিধায়কের দাবি তিনি নাকি ৪০ বছর ধরে এই জায়গার উপর দোকান করে বসবাস করছেন।বাড়িতে নষ্ট হয়ে গেছে তাই ভালো ভাবে পাকাপোক্ত করে করা হচ্ছে।তবে এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী দল তৃণমূল।

রমজানে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও উপহার ইমাম মুয়াজ্জিনদের

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ
আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মুহাম্মদ বাকীবিল্লাহ মোল্লার নির্দেশে ও অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক ডা. বাশির উদ্দিনের উদ্যোগে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের কেরিটাস হলে জেলার সমস্ত ব্লকের ইমাম মোয়াজ্জিনদের নিয়ে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইমাম মুয়াজ্জিনদের উপহার বিতরণ এবং সাংগঠনিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সোমবার। এদিন সমস্ত ইমাম মুয়াজ্জিন দেয় গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এই সভার মাধ্যমে ইমাম মুয়াজ্জিন দের ১০ হাজার টাকা মাসিক বেতনের দাবি জানান তারা। এ প্রসঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্যে সহ সভাপতি ডা. বাশির উদ্দিন জানান, রাজ্য তথা দেশ জুড়ে শান্তি বজায় রাখা, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা এবং শিক্ষায় মুসলিম সমাজ কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। পবিত্র রমজান মাসে সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক। এই বার্তায় সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক। এ প্রসঙ্গে জেলা কমিটির সভাপতি মাওলানা আসিরুদ্দিন আহমেদ জানান, সকলকে একত্রিত করে রমজান মাসে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বার্তা দেওয়া হলো।
আগামীতে একটি সম্মেলন হতে পারে যার দিনক্ষণ ঠিক হবে রমজান মাসের পরেই। এছাড়াও তিনি বলেন, সম্মেলনটি ইসলামপুর হতে পারে। এদিন উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্যে সহ সভাপতি ডা. বাশির উদ্দিন, উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সভাপতি মাওলানা আসিরুদ্দিন আহমেদ, জেলা সেক্রেটারি মাহিরুদ্দিন আহমেদ, সংগঠনের বিভিন্ন ব্লক সহ আরও অনেকেই।

মুকুটমণিতে ভরসা রেখে দেওয়াল লিখন রানাঘাটে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া
আপনজন: রানাঘাটে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী বিজেপি বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী কেই ভরসা তৃণমূলের চলছে দেওয়াল লিখন কর্মসূচি।ব্রিগেড সমাবেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
সেইমতো সদ্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী নদিয়ার রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারীকে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ফিরে আসেন মুকুটমণি অধিকারী,এরপর তাকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে কর্মী সমর্থকরা।সকাল থেকেই রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়ে গেল মুকুটমণি অধিকারীর নামে দেওয়াল লিখন, যদিও

দেওয়াল লেখার মধ্যে দিয়ে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে তৃণমূল কর্মীরা। অন্যদিকে মুকুটমণি অধিকারী জানালেন,জেলা জুড়ে বিজেপির কাট মানি সহ এলাকার মানুষের উপ অত্যাচার এবং যে ব্যক্তির অত্যাচারে অতিষ্ঠ তিনি হচ্ছে জগা সুরকে রাজনৈতিক ময়দানে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করার সময় কোন শর্ত ছাড়াই আমি যোগদান করেছি। যা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল আমার উন্নয়ন জন্য রাজনীতি করি। নদীয়া দক্ষিণের সাংসদ জগন্নাথ সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফের বিক্ষোভ ২০০৯-এর এসএসসি উত্তীর্ণদের

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ডহারবার
আপনজন: ডায়মন্ডহারবার ডিপিএসসি অফিসের সামনে ২০০৯ এর চাকরি প্রার্থীর ডায়মন্ডহারবার ডিপিএসসি অফিসের সামনে আবারো রাজপথে নামল ২০০৯ এর চাকরি প্রার্থীরা। ডায়মন্ড হারবার স্টেশন বাজার থেকে ডিপিএসসি অফিস পর্যন্ত তারা একটি বিক্ষোভ মিছিল করেন। মূলত তাদের দাবি ১৮৩৪ জনের মধ্যে এখনো পর্যন্ত নয়ন জয়েনিং পদ ও ৫% অ্যাডিশনাল পদ এর স্বচ্ছ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে আর তা নিয়েই ডায়মন্ড হারবারে রাজপথে নামলো ২০০৯ এর চাকরি প্রার্থীরা। মাথায় গামছা বেঁধে থালা হাতে অভিনব বিক্ষোভ দেখায় তারা। কিছুদিন আগেই প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ ৩৬৮ জনের একটি প্যানেল প্রকাশ করে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তারপরেও ১৮৩৪ জনের মধ্যে যে সমস্ত নন জয়েনিং পদগুলি রয়েছে ও তার ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাডিশনাল পদ সেগুলির অবিলম্বে মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছ নিয়োগ দিতে হবে। চাকরি কোনভাবেই বিক্রি করা যাবে না সেই দাবি নিয়েই বিক্ষোভ দেখায় ২০০৯ এর চাকরি প্রার্থীরা।

হাইড্রেনের কাজ শুরু বাগনানে

সুরজীৎ আদক ● বাগনান
আপনজন:বাগনানে জল নিকাশি সমস্যার অভিশাপ দূর করার জন্য সোমবার একটি হাই ড্রেনের কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক অরুনাভ সেন।জানা গেছে, বাগনান এলাকায় বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজ হলেও বহু বছর আগে অপরিকল্পিতভাবে নগরায়নের কারণে জল নিকাশি ব্যবস্থা পুরোপুরি ভাবে ভেঙে পড়েছিল! যার ফলে প্রতিবছর বর্ষার সময় বাগনানের এন ডি ব্লক, বেড়াবেড়িয়া ও বাগনান গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়তো! এছাড়াও বিভিন্ন ভাবে রেলের ঝিল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণেও জল বেরোনোর সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ সেন এই বিষয়ে বারে বারে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করলেও সমস্যা সমাধানের কোনও সূত্র বের হয়নি!অবশেষে বিধায়ক-এর উদ্যোগে হাই ড্রেনের কাজের সূচনা হওয়ায় বাগনান এলাকার মানুষ জল যন্ত্রণার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন মন্তব্য করেন বিধায়ক।হাওড়া জেলা পরিষদের দশ লক্ষ টাকা এবং বাগনান-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সাড়ে চার লক্ষ টাকা অর্থানকুল্যে এই ড্রেনটি তৈরি হচ্ছে বলে জানান বিধায়ক। এদিন বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানস বসু, বাগনান-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সমীর সামন্ত, বাগনান-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিকাশ চৌধুরী প্রমুখ।

আপনজন: শিয়াখালার অদূরে একটি বেসরকারি রেস্টুরেন্টে বাউন্স ইনফিনিটি কোম্পানীর ব্যাটারি চালিত স্কুটার গাড়ি নিয়ে আলোচনা হয়।
ছবি: সেখ আবদুল আজিম

বড় জয়ে সাত পয়েন্টে এগিয়ে গেল রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: লা লিগায় শিরোপা জয়ের পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। সেলতা ভিগোকে ৪-০ গোলে হারিয়ে দুইয়ে থাকা জিরোনার চেয়ে এগিয়ে গেছে সাত পয়েন্টে। আর তিনে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে এগিয়ে আট পয়েন্টে। ২৮ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ৬৯, জিরোনার ৬২ এবং বার্সার ৬১।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আরেকবার জালের দেখা পেয়েছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২১ মিনিটে এই ব্রাজিলিয়ানের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। লিগে এটি তাঁর ১৯ ম্যাচে দশম গোল। প্রথমার্ধে এগিয়ে থাকলেও ব্যবধান বাড়াতে পারছিল না কার্লো আনচেলোত্তির শিষ্যরা। অবশেষে পর পর দুটি আত্মঘাতী গোল রিয়ালকে আরো এগিয়ে গেয়। ৭৯ মিনিটে ভিসেন্তে গুয়াইতা এবং ৮৮ মিনিটে কার্লো ডোমিঙ্গুয়েজ নিজেদের জালেই বল পাঠান। এরপর যোগ করা সময়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে চতুর্থ গোলটি এনে দেন আর্দা গুলার।
এই জয়ে লিগে ২২ ম্যাচ অপরাজিত থাকল রিয়াল।
বড় জয়ে খুশি রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলোত্তি,'আমরা ভালো শুরু করেছি, সেট পিসের সুবিধা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছি এবং ভালো ম্যাচ খেলেছি। আমরা খুশি, সামনে তাকিয়ে আছি এবং অনুপ্রেরণা কাজ করছে দলের মধ্যে। মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময় এখন। রিয়াল মাদ্রিদে ড্র করা মানে সংকটের দিকে আগানো।'

'জিদানের ঢুস' ফিরিয়ে ক্ষমা চাইলেন কোচ

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল মাঠের সবচেয়ে আলোচিত ঢুস-কাণ্ডটি ২০০৬ বিশ্বকাপ ফাইনালের। ইতালির মার্কো মাতেরাজ্জিকে যে ঢুসটি মেরেছিলেন ফ্রান্স কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান। এবার ইতালির ফুটবল লিগে দেখা গেল আরেকটি ঢুস-কাণ্ড।
লেচ্চের মাঠ কমুনেল ভিয়া দেল মারেতে ততক্ষণে শেষ বাঁশি বেজেছে। স্বাগতিকদের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয় পেয়েছে হেল্লাস ভেরোনা। ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে লেচ্চে ডিফেন্ডার মারিন পনগ্রাচিচের সঙ্গে তর্কাতর্কি হচ্ছিল ভেরোনা স্ট্রাইকার টমাস হেনরির। এ সময় লেচ্চে কোচ রবার্তো ডি'ভার্সা গিয়ে তাঁদের বাদানুবাদে ঢুকে যান। কিন্তু তিনি পরিস্থিতি শান্ত করবেন কি, হেনরিকে মাথা দিয়ে ঢুস মেরে বসেন! দুজনেই লাল কার্ড দেখেছেন।
গতকাল রাতে অনুষ্ঠিত ম্যাচ শেষে এমন কাণ্ড ঘটানোর পর নিজ আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেচ্চে কোচ রবার্তো ডি'ভার্সা, 'আগামী শনিবার আমাদের একটি বড় ম্যাচ (সালেনিতানার বিপক্ষে) আছে। আমি চাইনি আমার কোনো খেলোয়াড় নিষিদ্ধ হোক।' অর্থাৎ ডি'ভার্সা চাননি ভেরোনো স্ট্রাইকার হেনরির সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে নিষিদ্ধ হোক তাঁর খেলোয়াড় পনগ্রাচিচ। সে জন্য দুজনের কথা-কাটাকাটিতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তাহলে তিনি নিজে হেনরিকে মাথা দিয়ে ঢুস মারলেন কেন? লেচ্চে কোচ এর সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। তবে ১-০ গোলে হারের পর সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজ আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ডি'ভার্সা, 'আমি তাদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিলাম এবং তারপর হেনরির সঙ্গে ঘটনাটা ঘটল। ভেরোনার ম্যানেজমেন্টের কাছে আমি এর মধ্যেই ক্ষমা চেয়েছি। একজন কোচ এবং তিন সন্তানের বাবা হিসেবে যা ঘটেছে সে জন্য ক্ষমা চাচ্ছি আমি।'
তবে পরে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ডি'ভার্সা দাবি করেন, হেনরিকে তিনি মাথা দিয়ে গুঁতো মারেননি। তিনি লিখেছেন, 'হেনরির সঙ্গে মাথায় মাথায় মুখোমুখি হয়েছিলাম। কিন্তু ঢুস মারিনি। সে-ও আমাকে ঢুস দেয়নি। এখানে শারীরিক সংস্পর্শের ব্যাপার ছিল না।' অবশ্য ইনস্টাগ্রাম পোস্টেও ম্যাচের মেজাজ ধরে রাখতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন ডি'ভার্সা।
হেনরি অবশ্য ঢুসের শিকার হওয়ার অভিযোগই করেছেন। ম্যাচে উত্তেজিত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটলেও গুঁতো মারা অনুচিত মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'মাঠে এমন অনেক কিছুই ছিল। তাই বলে ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে মাথার গুঁতো হজম করার ব্যাপারটি বৈধতা পায় না।' ইতালিয়ান সিরি 'আ' পয়েন্ট তালিকায় দুই দলই অবনমন অঞ্চলের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। ২৮ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে ১৫তম লেচ্চে। সমান ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৩তম ভেরোনা।
ফুটবল মাঠে মাথা দিয়ে ঢুস মারার ঘটনা নতুন কিছু নয়। ২০০৬ বিশ্বকাপ ফাইনালে জিদানের সেই ঢুস মেরে লাল কার্ড দেখার ঘটনা তো আছেই, এর আগে-পরেও একাধিকবার ঘটেছে এমন ঘটনা। ২০২২ সালের আগস্টে সিঙ্গাপুরে প্রাক্-মৌসুম ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেস সেন্টারব্যাক জোয়াখিম অ্যান্ডারসনকে মাথা দিয়ে ঢুস মেরে লাল কার্ড দেখেছিলেন লিভারপুলর দারউইন নুনেজ।
১৯৯৮ বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডস গোলকিপার এউইন ফন ডার সার আর্জেন্টিনা তারকা আরিয়েল ওর্তেগার বিরুদ্ধে ডাইভ দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন মাঠে। মেজাজ হারিয়ে ফন ডার সারকে ঢুস মেরে লাল কার্ড দেখেছিলেন ওর্তেগা। ১৯৮৪ কোপা দেল রে ফাইনালে বার্সেলোনার হয়ে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের মিগুয়েল সোলাকে মাথা দিয়ে ঢুস মেরে মাঠেই ভয়ংকর মারামারির জন্ম দিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনা। পরে তাঁকে নাপোলির কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

আইপিএলে কিপিং করতে পারলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থাকবেন পন্ত: জয় শাহ

আপনজন ডেস্ক: ১ বছর ২ মাস ১৮ দিন, শুধু দিনের হিসাবে ৪৪৫ দিন। ঋষভ পন্ত সর্বশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট ম্যাচটা খেলেছেন ঠিক এত দিন আগে। এবারের আইপিএল দিয়ে আবার তাঁর মাঠে ফেরার কথা। শোনা যাচ্ছে, গত কিছুদিনে তিনি যে কয়টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছেন, সেগুলোতে ব্যাট হাতে আর উইকেটকিপিংয়ের গ্লাভস হাতে স্বচ্ছন্দই ছিলেন।
২০২২ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় ভয়ংকর চোট পান পন্ত। এরপর তো অনেকের মনেই শঙ্কা জেগেছিল, ভারতের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান আর কোনো দিন ক্রিকেট খেলতে পারবেন কি না। কিন্তু চোটের সঙ্গে লড়াই করে পন্ত আবার মাঠে ফেরার অপেক্ষায়। এখন তো ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ বলছেন, আইপিএলে ঠিকভাবে কিপিং করতে পারলে পন্তকে রাখা হবে জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে।
দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ রিকি পন্টিং কয়েক দিন আগেই বলেছেন, পন্ত আইপিএলে খেলবেন। দিল্লি দলের সহ-মালিক পার্থ জিন্দাল ইএসপিএনক্রিকইনফোকে বলেছিলেন, পন্ত এরই মধ্যে উইকেটকিপিংও শুরু করেছেন এবং আইপিএলের জন্য পুরো ফিট। এবার জয় শাহ সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, 'সে ভালো ব্যাটিং করছে, ভালো উইকেটকিপিং করছে। আমরা তাকে শিগগিরই ফিট ঘোষণা করব। সে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারলে আমাদের জন্য সেটা হবে বিরাট ব্যাপার। সে আমাদের বড় এক সম্পদ। সে যদি কিপিং করতে পারে, তাহলে বিশ্বকাপেও খেলতে পারে। দেখা যাক, আইপিএলে সে কেমন করে।'
পন্ত ভারতের ক্রিকেটের জন্য যে বড় এক সম্পদ, সেটা তাঁর পরিসংখ্যানও বলবে। ভারতের হয়ে এখন পর্যন্ত খেলা ৩৩ টেস্টে ৫টি সেঞ্চুরি ও ১১টি ফিফটিতে ৪৩.৬৭ গড়ে ২২৭১ রান করেছেন। ওয়ানডেতে একটি সেঞ্চুরি ও ৫টি ফিফটিসহ ৩৪.৬০ গড়ে তাঁর রান ৮৬৫। টি-টোয়েন্টিতে তিনি ভারতের হয়ে খেলেছেন ৬৬ ম্যাচ। ৩টি ফিফটিতে করেছেন ৯৮৭ রান।
৩০ ডিসেম্বর দুর্ঘটনার আগে সর্বশেষ পন্ত বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। মিরপুরে ২২ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ২৫ ডিসেম্বর শেষ হওয়া সেই ম্যাচে তিনি দুই ইনিংসে করেছেন ৯৩ ও ৯ রান। চার দিনের মধ্যে ভারতের ৩ উইকেটে জেতা ম্যাচে উইকেটকিপার হিসেবে নিয়েছেন ৪টি ক্যাচ, করেছেন একটি স্টাম্পিং। পন্ত ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর হরিদ্বারে নিজের শহর রুর্কিতে যাওয়ার সময় গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েন। দিল্লি-দেরাদুন মহাসড়কে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে তাঁর গাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল। প্রথমে তাঁকে সেখানে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে তাঁকে নেওয়া হয় দেরাদুনের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে। পরে পন্তকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মুম্বাইয়ে কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে মন্তব্যের পর তোপের মুখে ড্যারিল মিচেল

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ড ফলনির্ভর খেলা খেলে না, এমন মন্তব্য করে সাবেক ক্রিকেটারদের তোপে মুখে পড়েছেন নিউজিল্যান্ড অলরাউন্ডার ড্যারিল মিচেল। আজ ক্রাইস্টচার্চে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩ উইকেটে হেরে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ হেরেছে কিউইরা। ফলে ২০১১ সালের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আরেকটি টেস্ট জয়ের অপেক্ষা বেড়েছে তাদের।
২৬৯ রানের লক্ষ্যে একসময় ৮০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। জয়ের জন্য ফেবারিট ছিল নিউজিল্যান্ডই, তবে সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়াকে দারুণ জয় এনে দেন মিচেল মার্শ, অ্যালেক্স ক্যারি ও প্যাট কামিন্স।
হারের পর এসইএন রেডিওকে মিচেল বলেছেন, 'আমরা সব সময়ই বলে এসেছি, ব্ল্যাকক্যাপস হিসেবে আমরা ফলের দ্বারা সংজ্ঞায়িত নই। কীভাবে খেলছি, তা দিয়েই বোঝা যাবে আমাদের। আশা করি তাতে আমরা দেশকে (ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে) উৎসাহিত করতে পারব।'
ক্রাইস্টচার্চে প্রথম দিনই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছিল নিউজিল্যান্ড, ১০৭ রানে হারিয়ে ফেলেছিল ৮ উইকেট। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চতুর্থ দিনের শুরুতে তারাই ছিল ফেবারিট।
স্বাভাবিকভাবেই এমন লড়াইয়ে গর্বিত মিচেল, 'টেস্টজুড়ে নিজেদের প্রচেষ্টায় গর্বিত আমরা। যদিও চাওয়ামতো জয়টি পাইনি। তবে আমরা যদি এভাবে বুক চিতিয়ে দাঁড়াই, এভাবে ক্রিকেট খেলতে থাকি এবং হাসিমুখে তা করতে পারি এবং তাতে নিউজল্যান্ডে অনেক তরুণকে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে উৎসাহিত করতে পারি, তাহলে আমরা ঠিক কাজটিই করছি।'
নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ব্রেন্ডন ম্যাককালাম কোচ ও বেন স্টোকস অধিনায়ক হয়ে আসার পর থেকে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের পক্ষ থেকেও এমন কথা শোনা গেছে। ফলের ব্যাপারে চিন্তা না করে বিনোদনদায়ী টেস্ট ক্রিকেট খেলা–সেই দলের এমন লক্ষ্যের কথাও বলা হয়েছে।
অ্যাশেজে ওভালে শেষ টেস্টের আগে ইংলিশ ব্যাটসম্যান হ্যারি ব্রুক যেমন বলেছিলেন, সে ম্যাচে জিতে সিরিজ ২-২ ব্যবধানে ড্র করতে পারলে তা হবে তাঁদের জন্য 'নৈতিক জয়'। শেষ পর্যন্ত সেটি করেছিল ইংল্যান্ড, কিন্তু আগেরবারের সিরিজ জেতায় অ্যাশেজের ভস্মাধার থেকে যায় অস্ট্রেলিয়ার কাছেই। অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমে ব্রুকের বলা ওই কথার সূত্র ধরে সমালোচনা হয় বেশ। অস্ট্রেলিয়ান সমর্থকেরাও এখনো সেটি টেনে ইংল্যান্ডকে খোঁচা দিতে ছাড়ে না।
মিচেলের মুখে সেই সুরের কথা শুনে অবশ্য সমালোচনা করেছেন সাবেক দুই নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটার জেরেমি কোনি ও ইয়ান স্মিথ। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে ৫২টি টেস্ট খেলা কোনি যেমন বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদ হিসেবে আপনি যতটা পারেন কঠোর পরিশ্রম করেন, এ ধারণা সমর্থন করি। ব্যক্তিগত স্কিলের অনুশীলন করেন–সেটি যা-ই হোক না কেন। তার মানে (শুধু) ব্যাটিং বা বোলিং না, তার মানে মাঠে থাকা অবস্থায় আপনি কী করবেন, আপনার অবস্থানের দাবিটা কী।'
এরপর কোনি বলেন, 'আপনি তো সতীর্থদের পেছন টেনে ধরবেন না। এ সব ব্যাপার, আপনি কী জন্য করছেন? হারতে? মাফ করেন। (আপনি এমন করছেন) জিততে। এসবের মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে জেতা। আর সেটির জন্য ক্রীড়াবিদও হতে হবে না আপনার। যে অবস্থানেই থাকুন না কেন, এ কাজটি করে যেতে চাইলেই এমন করতে হবে। যদি বাজে করেন, তাহলে তো আপনি বাদ!
'ফলে বলবেন না যে ফলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সম্পর্ক নেই। বুঝতে পারছি, সে কী বোঝাতে চাচ্ছে। তবে নিউজিল্যান্ড জিতলে তরুণরা তাদের অনুসরণ করবে। ড্যারিল, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি–তারা তোমাদের সঙ্গেই থাকবে।'
মিচেলের কথার সঙ্গে একমত নন সাবেক উইকেটকিপার ও এখনকার ধারাভাষ্যকার ইয়ান স্মিথও, 'আমি আসলে নিজেকে ঝামেলায় ফেলতে যাচ্ছি (এসব বলে)। একটু দম নিয়ে বলব, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচের 'ফল দ্বারা আমাদের বিচার করা হবে না'–নিউজিল্যান্ডের এক ক্রিকেটারকে এমন বলতে শুনলাম, সেটি বিশ্বাস হচ্ছে না।'
স্মিথ এরপর পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, 'আমরা যদি ড্যারিল মিচেলকে জিজ্ঞাসা করতাম, যদি তারা টেস্ট জিতত এবং এরপর একই প্রশ্ন করা হতো। সে তো বলত না, 'সত্যি বলতে কী জেতা আমাদের কাছে গুরুত্ব রাখে না। এটি আসলে আমাদের যেভাবে প্রশংসা করা হচ্ছে এবং দর্শক আমাদের সম্মান করছে এবং তরুণরা খেলতে আসছে, সেটির ব্যাপার। আমি দুঃখিত। খেলা থেকে যদি অনেক দূরে সরে না গিয়ে থাকি, তাহলে আসলে আমি এটা বুঝতে পারছি না। স্রেফ বুঝতে পারছি না। আশা করি এটা ভুল ছিল।'

গ্যালারিতে বসে দলের হার দেখলেন মেসি

আপনজন ডেস্ক: চোটের কারণে দলে ছিলেন না লিওনেল মেসি। দলের কাণ্ডারিকে ছাড়া ইন্টার মায়ামিও পরেনি জিততে। লিগে চতুর্থ ও সব মিলিয়ে পঞ্চম ম্যাচে এসে মৌসুমে তাদের প্রথম হারের তিক্ত স্বাদ দিল মন্ট্রিয়েল।
মেজর লিগ সকারে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সময় রোববার ভোরে ২-৩ গোলে হেরেছে ইন্টার মায়ামি। পাঁচ গোলের চারটিই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে ৯ মিনিটের মধ্যে।
আগে থেকেই এই ম্যাচে মেসির খেলা নিয়ে শঙ্কা ছিল। দলের পক্ষ থেকে কিছু জানানো না হলেও বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল আর্জেন্টাইন তারকার সম্ভব্য চোটের বিষয়টি। গণমাধ্যমের খবর ন্যাশভিলের বিপক্ষে ২-২ ড্র হওয়া ম্যাচে হাটুর নিচে চোট পান মেসি। এই ম্যাচে তাই ঝুকি না নিয়ে কাতার বিশ্বকাপের মহাকারকাকে ব্রিশাম দেন কোচ।
মৌসুমে প্রথম কোনো ম্যাচ খেলতে না পারা মেসি স্ত্রীকে নিয়ে গ্যালারিতে বসে দলের হারের সাক্ষি হন।
ফ্লোরিডার দলটির শুরুর একাদশে ছিলেন না মেসির সাবেক বার্সেলোনা সতীর্থ সের্হিও বুসকেতস ও লুইস সুয়ারেসও। বলের দখল ও আক্রমণে মায়ামি এগিয়ে থাকলেও ফিনিশিংয়ে ভুগতে থাকা দল শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি।
ম্যাচের এয়োদশ মিনিটে ফের্নান্দো আলভারেসের গোলে এগিয়ে যায় মন্ট্রিয়েল। ম্যাচে বেশি সময় বলের দখল রেখে আক্রমণের চেষ্টা চালায় স্বাগতিকরা, তবু সুবিধা করতে পারছিল না। মৌসুমে নতুন দলে যোগ দেওয়া ফেদেরিকো রেদোন্দোকে তুলে নিয়ে ৬৬তম মিনিটে আরেক মিডফিল্ডার বুসকেতসকে নামান কোচ টাটা মার্টিনো।
এর পাঁচ মিনিট পরেই সমতায় ফেরে মায়ামি। স্যান্ডারল্যান্ডের বাড়ানো বলে মায়ামির স্বস্তির গোলটি করেন স্ট্রাইকার লিওনোর্দো কাম্পানা। মৌসুমে এটি তার প্রথম গোল
কিন্তু এই স্বস্তি মিলিয়ে যেতেও সময় লগেনি। চার মিনিটের মাথায় হেডে আবার মন্ট্রিয়েলকে এগিয়ে নেন মাতিয়াস কোকারো। লিগে এটি তার প্রথম গোল। তিন মিনিটের মাথায় সফরকারীদের হয়ে ব্যবধান আরও বাড়ান সুনুসি ইব্রাহিম।
স্কোরলাইন ৩-১ হয়ে যাওয়ায় মায়ামির সব আশা প্রায় শেষ হয়ে যায়। এর পরই বদলি নামেন সুয়ারেস। দুই মিনিটের মাথায় গোল করে আবারও ইন্টার সমর্থকদের আশা দেখান জর্দি আলবা। ডি বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের ভলিতে জালে বল পাঠান বার্সেলোনার সাবেক এই লেফট ব্যাক। লাফিয়েও বলের নাগাল পাননি গোলরক্ষক। মৌসুমে প্রথম গোলের দেখা পেয়ে যান আলবাও। পরে চেষ্টা চালিয়েও আর জালের দেখা পায়নি মায়ামি। শেষ পর্যন্ত তাই হতাশাই সঙ্গী দলটির।
সব মিলিয়ে চার ম্যাচে দুটি জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষেই আছে মায়ামি। এক ম্যাচ কম খেলে সমান ৭ পয়েন্ট করে আছে মন্ট্রিয়েলসহ আরও চার দলের।
ভারতীয় সময় আগামী বৃহস্পতিবার ভোরে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে ঘরের মাঠে ন্যাশভিলের মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। এই ম্যাচে মেসি খেলতে পারবেন কিনা সেইটাই এখন মায়ামি সমর্থকদের বড় প্রশ্ন। প্রথম লেগে দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও মেসি ও সুয়ারেসের গোলে ২-২ ড্র নিয়ে ফিরেছিল মায়ামি।

জাতীয় দল থেকে বাদ সালাহ

আপনজন ডেস্ক: এ মাসের শেষে প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টে মিশর জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ। জানুয়ারির পর থেকে রেডসের হয়ে মাত্র দুটি ম্যাচে বদলী হিসেবে খেলতে নেমেছেন সালাহ। আফ্রিকান নেশন্স কাপে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়ার পর সম্প্রতি পেশীর ইনজুরিতে পড়েছেন এই তারকা ফরোয়ার্ড। যে কারনে সংযুক্ত আমর আমিরাতে অনুষ্ঠিতব্য টুর্নামেন্টে ৩১ বছর বয়সী সালাহকে না খেলার অনুরোধ জানায় লিভারপুল। প্রাথমিক ভাবে তাকে জাতীয় দলে ডাকা হলেও ২৫ জনের চূড়ান্ত দল থেকে তাকে শেষ পর্যন্ত বাদ দেয়া হয়েছে।
লিভারপুল বস জার্গেন ক্লপ বলেছিলেন, 'মিশরের হয়ে দুই ম্যাচের বিষয়ে আমি কোন কথা বলতে চাইনা। এটা অন্য বিভাগের আলোচনা। তবে তাকে নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। মৌসুমের একেবারে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা আছি। আমাদের সবাইকে প্রয়োজন আছে।'
জানুয়ারিতে ক্লাবে ফিরে সালাহর পুনর্বাসনের বিষয়ে মিশর একমত হয়েছিল। আফ্রিকান নেশন্স কাপের শেষ ষোল থেকে মিশরের হতাশাজনক বিদায় হেয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ফিরে বদলী হিসেবে গোল পেয়েছেন সালাহ। ঐ সময়ই ক্লপ বলেছিলেন পুরোপুরি সুস্থ হতে তার আরো কিছুটা সময় লাগবে। এরপর ইউরোপা লিগে আবারো স্পার্টা প্রাগের বিপক্ষে তিনি দলে ফিরেছেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**